THE

KING'S MESSENGERS,

BY THE

REV. W. ADAMS, M. A.

FREELY TRANSLATED INTO BENGALI.

WITH AN INTRODUCTION ADAPTED FOR NATIVE READERS.

SECOND EDITION,—REVISED

CALCUTTA:

BISHOP'S COLLEGE PRESS,

1856.

নীতিবোধক ইতিহাস।

পূর্ব্বকালে হিমালয় শিখরি তলস্থ পার্ব্বতীয় দেশে কতিপয় লোকের বসতি ছিল। তাঁহারা চৌবিশি রাজা নামে বিখ্যাত হইয়া চতুর্ব্বিংশতি ক্ষুদ্র২ রাজ্যে শাসন করিতেন, এবং সভ্যতাতে বিহীন হইলেও বহুকাল পর্য্যন্ত আপনারদের নিজস্ব রাজধানীর মধ্যে স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আপন২ পরিমিত রাজ্য ভোগ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন সুতরাং হিন্দুস্থানস্থ দেশ দেশান্তরে ভূরি২ ভয়ানক রাজ্য বিপর্য্যয়াদি অনিষ্ট ঘটনা হইলেও তৎসংস্রবে থাকেন নাই, ফলে তাঁহারা ভারতবর্ষীয় উর্ব্বর ক্ষেত্রের মহীপাল দিগের নিকট সুপরিচিত ছিলেন না। অপর তাঁহারদের দেশীয় সম্পত্তি অত্যল্প হওয়াতে কোন বিজয়ী শূরবীর তথাকার রাজ্য হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, আর যদিও তথায় শিলাময় ভূমি ভোগ ব্যতীত অন্যান্য ধন সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য লাভের সম্ভাবনা থাকিত তথাপি দুর্গম পর্ব্বতস্থলীর ব্যাঘাতপ্রযুক্ত কেহ সে ঐশ্বর্য্য হরণ করিতে পারিত না কেননা সেখানে গমনাগমন করিবার সুগম পথ ছিল না।

উক্ত চতুর্ব্বিংশতি রাজরাজার মধ্যে এক ভূপতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রতাপ এবং বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন তিনি গোরক্ষ জাতিকে উত্তরোত্তর পরাক্রমশালী হইতে দেখিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে শঙ্কা করিতে লাগিলেন যে এই বিজিগীষু লোকেরা ক্রমশঃ সর্ব্বত্র আপনারদের জয়পতাকা বিস্তার করিবে। ফলেও তাহারা পরে হিমালয়ের দক্ষিণ প্রান্তস্থ তাবৎ দেশ ব্যাপিয়া আপনারদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। পরন্তু তৎকালে তাঁহার বয়োবাহুল্য হওয়াতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আত্ম জীবদ্দশায় বিপক্ষ পক্ষ বিজিগীষু হইয়া

[illegible] আক্রমণ করিলেও তিনি স্বয়ং তাহারদিগকে নিরাকরণ
করিতে পারিবেন, কেবল ঈশ্বর জীবের ভাবনায় অনুরক্ত হইতে
লাগিলেন। তাঁহার নিজ পুত্রেরা ও কন্যেরা তাঁহার সমক্ষে পঞ্চত্ব
হইয়া তনু ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে সব কনিষ্ঠ
ব্যতীত কাহারো সন্তান সন্ততি হয় নাই, কেবল ঐ প্রিয়তম
কুমারের একটি পুত্র ছিল, সেই রাজকুমার বংশধর হইয়া রাজার
অনুমতে রাজ্যাধিকার করিবে এমত সম্ভাবনা ছিল। উক্ত নর
পতির মনে এইরূপ দৃঢ় সংস্কার ছিল যে বিদ্যা গুণে রাজ্যের
শোভা বর্ধিত হয়। অতএব স্বীয় পৌত্রের যাবৎ শোধন প্রয়োজন
তাহাকে রাজপদের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত তাহার সংশোধনার্থ
যত্ন হইল, এবং এমত মনোরথও ছিল যে এই কুমার স্বকীয়
বিদ্যা এবং সদাচরণ দ্বারা কুলোজ্জ্বল করত ধন্য হয়েন।
অপর ঐ চারুচক্ষু ভূপতি শুনিয়াছিলেন যে দেশকে [illegible] শাস্ত্র
যাহাকে স্বর্গের সোপান অথচ লোকালয়ের [illegible]
রূপে বর্ণনা করিয়াছেন সেই অমিত জলধি পারে [illegible]
বিদেশীয় এক জাতি বঙ্গ ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছে এবং
রাজ্যলোভ পরিপূরণার্থ সত্বরায় কতিপয় দৈহিক বীর বিক্রম প্রভৃতি
গুণ বিস্তার করত উক্ত স্থানে বদ্ধ মূল হইয়াছে। তাহাদের
সৈন্য সংখ্যা অল্প হইলেও কৌশলক্রমে ভারতবর্ষীয় প্রবল
প্রতাপী মহীপালগণের মধ্যে জয়স্থান হইয়াছে। অপর ঐ
পাশ্চাত্য জাতীয় এক পণ্ডিতের বচনও ভূপাল রাজার কর্ণগোচর
হইয়াছিল যথা "বিদ্যাই প্রকৃত বল"। অনন্তর এই সকল
বিষয় বহুকাল পর্যন্ত চিন্তা করিয়া উক্ত নরপতি নিজ রাজ্যে
আনয়নার্থ এমত কোন পণ্ডিতের উদ্দেশ করিতে লাগিলেন যিনি
তাঁহার পৌত্রকে পাশ্চাত্যদেশীয় বিদ্যার উপদেশ করিতে পারেন,
কিয়ৎকাল পর্যন্ত তাঁহার এই চেষ্টায় কোন ফলোদয় হয় নাই
পরে শুনিলেন যে ভারতবর্ষে জগন্নাথ শাস্ত্রী নামা এক জন
পণ্ডিত আছেন, তিনি উত্তমরূপে ইংরাজ নামা বিদেশীয় জাতির

ভাষা এবং বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং [illegible] তাঁহাদিগের সহবাসে তদীয় রীতি নীতি যৎকিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অধিক বয়স্ক জ্ঞান পরিপক্ক করিবার মানসে বিদ্যার্থী হইয়া [illegible] এক বৃহৎ অর্ণব যানে অপার সমুদ্র পার হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং দূরবর্তি ইংলণ্ড দেশ যাহার অবস্থিতি [illegible] লোকের মনে সংশয় ছিল তাহা দর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে জনশ্রুতি ছিল যে তিনি দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ দ্বারা নানা প্রকার জ্ঞানোপার্জ্জন পূর্ব্বক বহুদর্শী হইয়া অল্প দিবস হইল স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন অতএব প্রবীণ নরপতি ঐ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিজ পুরীতে আসিতে আহ্বান করিলেন এবং [illegible] পূর্ব্বক প্রচুর পুরস্কার প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার পৌত্রের উপদেষ্টা হইতে অনুরোধ করিলেন। জগন্নাথ শাস্ত্রী ঐ কুমারের সুবুদ্ধি এবং কোমল স্বভাব দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং [illegible] প্রান্ত পর্য্যন্ত আপনার যশোবিস্তার হইয়াছে এই [illegible] প্রফুল্ল চিত্তে রাজকুমারের উপদেশক হইতে স্বীকার করিলেন। শাস্ত্রী লোকাতিক্রান্ত বিদ্যায় কুমারের সমক্ষে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাজকুমার তাঁহাকে সৎকৃত এবং হর্ষে পুলকিত হইতে লাগিলেন. ইউরোপীয় জাতির এবং অন্যান্য বিদ্যায় যাহা অতিশয় মনোহারক হইয়াছে জগন্নাথ সেই সকল বিদ্যা অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন; তাহাতে ঐ সকল কুমারের মনে এই প্রবোধ জন্মাইতে যত্ন করিলেন যে অতি প্রশস্ত বিদ্যা এবং সর্ব্বজ্ঞতা থাকিলেও কেবল তাহাতেই প্রকৃত মনুষ্য প্রাপ্তি হয় না, সচ্চরিত্র ব্যতীত বাস্তবিক ঔদার্য্য এবং পরাক্রম জন্মে না, সচ্চরিত্র [illegible] ঔদার্য্য না থাকিলে মহত্ত্ব লাভ হয় না।

জগন্নাথ শাস্ত্রী রাজকুমারকে [illegible] বিদ্যোপার্জ্জনে [illegible] দেখিয়া অধ্যাপনার বিরাম কালে তাঁহার সন্তোষার্থ [illegible] বিবরণ শ্রবণ করাইতেন এবং ভূমণ্ডলের [illegible] আশ্চর্য্য এবং ক্ষেত্রের উৎকর্ষ বিস্তার করিয়া মনোরঞ্জক নীতিকথা দ্বারা [illegible]

রাজ দূত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক চক্রবর্ত্তি অধীশ্বরের রাজ্যের পশ্চিমাংশে জগৎপুর নাম্নী পুরী ছিল। ঐ পুরী অতি প্রাচীন কালে স্থাপিতা হয় সুতরাং কাল সহকারে দেশের পরিমাণ এবং প্রজা সংখ্যা প্রচুর হইয়াছিল। তবে পৌরজন কোন কালে রাজবিদ্রোহ করিয়াছিল অধিকন্তু অধীশ্বর তাহারদিগকে বদ্ধ করিয়া তাহারদের অত্যাচারের চিরস্থায়ি চিহ্নস্বরূপ এক বিচিত্র নিয়ম স্থাপন করেন, সে নিয়মের তাৎপর্য্য এই যে প্রজাগণ নির্দ্দিষ্ট কালাবসানে পুরী হইতে নিষ্কাসিত হইবে এবং নিষ্কাসন সময়ে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া একাকী গমন করিবে একারণ ঐ নিয়ম নির্ব্বাসন বিধি নামে বিখ্যাত হয়। অধীশ্বর স্বয়ং সে ব্যবস্থা সংস্থাপন করেন অতএব প্রজাগণের গত্যন্তর ছিল না। অপর কে কত কাল বাস করিতে পাইবে তাহাও নিশ্চিত ছিল না অধিকন্তু সকলকেই অকস্মাৎ রাজাজ্ঞা প্রচারের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত। পরন্তু সে আজ্ঞা এক সময়ে সকলের প্রতি প্রচার হইত না, অনেকে স্বতন্ত্র আজ্ঞা পত্র প্রাপ্ত হইত, কোন ব্যক্তির নিষ্কাসন কাল উপস্থিত হইলে তাহার প্রিয়তম বন্ধুবর্গ কেবল পুরদ্বার পর্য্যন্ত সমভিব্যাহারী হইতে পারিত তৎপরে নিষ্কাসিত ব্যক্তিকে সমস্ত ধন সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া পুর পরিত্যাগানন্তর নির্ব্বাসনাবস্থায় একাকী ভ্রমণ করিতে হইত।

জগৎপুর নিবাসি জনগণের মধ্যে অধিকাংশ লোক বাণিজ্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিল আপাততঃ এমত বোধ হইতে পারে যে,

কোন পৌর জন তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল না কিন্তু এত কাল পর্য্যন্ত তাহা দূরবর্ত্তি বোধ হইত সম্প্রতি নিকটস্থ হওয়াতে তাহারদের তাহাতে সম্পূর্ণ মনঃ সন্নিকর্ষ হইল। অতএব অগ্রজ যে প্রকার আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন অনুজ সকলেরি মনে তাদৃশ পরিতাপ জন্মিয়াছিল, যথা তিনি কহিলেন "এত রাশীকৃত ধন থাকাতে উপকার কি? প্রস্থান কাল উপস্থিত হইলে ইহার অনুরোধে এক দণ্ডের নিমিত্তও ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক না অতএব এই ধন রাশির বিনিময়ে যদি চিরকাল নিশ্চিন্ত বাস করণার্থে কোন নির্জন স্থান পাওয়া যায় তাহাও শ্রেয়ঃ"।

তাঁহার এই বাক্য সমাপ্ত না হইতেং গৃহের এক পার্শ্বে যে দর্পণ ছিল তাহাতে দৃষ্টিপাত হইল এবং সেই মুকুর মধ্যে কোন অনুপম মূর্ত্তির আভা প্রকাশ পাইতে লাগিল, পরন্তু গৃহ মধ্যে বস্তুতঃ সে মূর্ত্তির কোন চিহ্ন ছিল না। দর্পণস্থ বিম্ব অবলোকন করিয়া অগ্রজ অনুজ গণকে তদ্দর্শন করিতে সঙ্কেত করিলেন পরে তাহারদের মুখ ম্লান হওয়াতে বোধ হইল যে তাহারাও উহা দৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ মূর্ত্তি এক বৃদ্ধ পুরুষের আকার এমত প্রতীয়মান হইতে লাগিল তাহার রূপ ভয়ানক ছিল না কিন্তু তাহার উপস্থিতি মাত্রে মুকুর মধ্যস্থিত অন্যান্য প্রতিবিম্ব সকলের রূপান্তর হইল। তিনি স্বর্ণ কলসে পাদার্পণ করাতে তাহা তৎক্ষণাৎ জর্জ্জরীভূত হইয়া গেল, এবং এক গজ দন্ত নির্ম্মিত মেজ তাঁহার পরিধেয় বসনাঞ্চল স্পর্শ মাত্রে চূর্ণ হইল, অপর বাণিজ্য দ্রব্য ও মণি মাণিক্যাদি সকল তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইল।

ভ্রাতৃ চতুষ্টয় এই সকল দুর্লক্ষণ দর্শনে অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইলেন, তাহারদের অগ্রজ সহসা ধনত্যাগ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত এক্ষণে খেদ করিতে লাগিলেন কেননা তিনি অত্যন্ত ধনলোভ প্রযুক্ত তাঁহার মনোমধ্যে এই আশঙ্কা হইল বুঝি এই ব্যক্তি আমাকে ধন সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিয়া এতাদৃশ বিনিময়ে আপন আকাঙ্ক্ষিত কুটীর দান প্রদান করিবেন।

অপর অবশেষে তাঁহারদের সকলের বোধ হইল যেন স্বর্গস্থ এক পুরুষ তাঁহারদিগকে সম্বোধন করত কহিতেছে "হে বৎসগণ তোমারদের এই আকাঙ্ক্ষা বৃথা, এই সকল সম্পত্তির দ্বারা সর্বে চিরস্থায়ি হর্ষ লাভের সম্ভাবনা নাই কেননা এ ধন বস্তুতঃ তোমারদের নহে, যে অধীশ্বরের অধিকারে তোমরা বাস করিতেছ তিনিই ইহার যথার্থ অধিকারী, এইক্ষণে এসকল অর্থ তাঁহাকে সমর্পণ কর তবে নির্বাসন দিনে তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবা। এ নগরীতে ধন সম্পত্তি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন সুতরাং মূল্যহীন, দেখ আমার স্পর্শমাত্রেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু যদিস্যাৎ অধীশ্বরের প্রসাদে প্রেরিত হয় তবে ইহার ধ্বংস হইবে না সে স্থলে আমার স্পর্শকর্ষে কোন হানির সম্ভাবনা নাই"।

ভ্রাতৃগণ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎকণ্ঠিত হইল, তাহারদের পূর্বাপর এতদ্ জ্ঞান ছিল বটে যে অধীশ্বরই জগৎপুরের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী কিন্তু তাঁহাকে ঐ সকল সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবার প্রসঙ্গে বিমনা হইল, অধিকন্তু তাহারদের মনে এই শঙ্কা হইতে লাগিল যে অদ্যই বুঝি তাহারদের প্রতি নির্বাসন বিধি প্রচার হইবে অতএব সকলেই কাষ্ঠপুত্তলের ন্যায় সশঙ্ক হইল। উপরোক্ত এক পুরুষ তাহারদের মনোগত এই ভাবের সম্পূর্ণ মর্মাবধারণ করিয়া তাহারদিগকে কহিতে লাগিলেন।

"তোমরা শঙ্কা করিও না, আমি তোমারদিগকে এইক্ষণে অর্থ ও সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিতে আগমন করি নাই, কিয়ৎকাল পরে রাজাজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক এখানে প্রত্যাগমন করিব বটে কিন্তু তৎকালে অদৃশ্য থাকিব না, তখন তোমরা আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন ও আলাপন করিতে সমর্থ হইবা। সম্প্রতি দূর হইতে আমার রব তোমারদের কর্ণগোচর হইতেছে এবং আমার প্রতিবিম্ব মাত্রে তোমারদের চক্ষু আকৃষ্ট হইয়াছে তথাপি অধীশ্বরের দৌত্য ক্রিয়া সম্পাদনার্থ আমাকে উপস্থিত জানিও। তোমরা অসংখ্য ধন রাশি দ্বারা চিরস্থায়ি সুখ ক্রয় করিতে বাসনা করিতেছিলা কিন্তু

সদয়ে কি প্রকারে ধন সম্পত্তি প্রেরণ করিতে হইবে তাহার তথ্য
জিজ্ঞাসা করিতে তাহারদের মধ্যে কাহারও সাহস হইল না পরন্তু
ঐ বিষয় অধিক কালের নিমিত্ত সন্দেহযুক্ত হইয়া রহিল না। পূর্ব্বে
উক্ত হইয়াছে যে বণিকজনেরদের বাটীর সম্মুখস্থ পথ হ্রদের
সংস্থিত মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল ঐ বৃদ্ধ পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি
সেই বর্ত্মাভিমুখে অঙ্গুলি বিস্তার করাতে যেন এই শব্দ স্পষ্টরূপে
তাহারদের কর্ণগোচর হইল “ দেখ, ঐ অর্থপথের ফলগণ।”

ঐ প্রতিমূর্ত্তি যে দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছিল সেই দিকে নেত্র-
পাত করাতে বণিক জনেরদের বোধ হইল যেন তাহারদের মনোহর
ঐশ্বর্য্যের পথ অহর্নিশ দরিদ্র ও রুগ্ন লোক দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে ও
অন্ধ খঞ্জ দীন দরিদ্র লোক সকল সে স্থলে উপস্থিত হইয়াছে
তাহারদের মধ্যে কেহ২ যেন ক্ষুধা কাতরতায় উন্মত্ত প্রায় হইয়া
রহিয়াছে অপর বলশক্তি হীন শিশু সকল যেন সেই জন সমূহ
মধ্যে উপস্থিত আছে। অধিকন্তু ঐ বৃদ্ধ যত দূর পর্য্যন্ত অঙ্গুলি
নির্দ্দেশ করিলেন ততই চতুর্দ্দিকে ঐ প্রকার লোক সংখ্যার উত্তরো-
ত্তর বৃদ্ধি দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং অবশেষে ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যের
চিহ্নমাত্র দৃষ্টিপথে রহিল না, বরং যত দূরপর্য্যন্ত চক্ষুঃপাত সম্ভাব
তাহার সর্ব্বত্র কেবল ভয়ানক দুঃখের আবির্ভাব হইল এবং অন্যত্র-
নগরে আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তিরদের আর্ত্তনাদ ও পিতৃ মাতৃহীন শিশুদের
ক্রন্দন শব্দ তথা অনাথা স্ত্রী লোকেরদিগের বিলাপ এই সকল
দুঃখের কোলাহলকে প্রায় আচ্ছন্ন করিল। পরন্তু বহু
জনের হাহাকার ধ্বনি মিশ্রিত ঐ কোলাহল মধ্যে বৃদ্ধের বাক্য
সুস্পষ্ট রূপে চতুষ্টয়ের কর্ণগোচর হইয়া হৃৎপদ্মে প্রবেশ করিতে
লাগিল। যথা

“ এই সকল ব্যক্তি এবং এতাদৃশ লোকেরাই অর্থপথের ফল,
ইহারা বহু সংখ্যক হইলেও একত্র না আসিয়া অপ্রকাশ্য ভাবে
ক্রমে২ করিয়া তোমারদের নিকট উপস্থিত হইবে, ইহারদের প্রতি
বিশ্বাস করিয়া ধন সম্পত্তি সমর্পণ করিলে কোন হানির সম্ভাবনা

থাকিবে না, ইহারাই ঐ সম্পত্তি তোমারদের নির্বিঘ্নে স্বর্গ ভবনে লইয়া যাইবে। সেস্থানে যাইবার পথ অতি দূর ও দুর্গম কিন্তু সরল মনে যদি অর্থ প্রেরণ করিতে অভিপ্রায় হয় তবে ধনীশ্বর সত্বে কোন প্রকারে তাহার অপচয় সম্ভাবনা নাই, কেবল দুষ্টগণকে নগরী মধ্যে বিলম্ব করিতে দিও না এবং তাহারদিগকে গোপনে বিদায় করিও কেননা রাজার শত্রুবর্গ জানিতে পারিলে তাহারদের পথ রুদ্ধ করিবে।"

এই সকল বক্তৃতা সমাপ্ত হইবা মাত্র যক্ষের প্রতিমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল এবং তাহার উপস্থিতির কোন চিহ্নও অবশিষ্ট রহিল না। গজদন্তময় মেজ ও স্বর্ণময় বস্ত্র এবং মণি মাণিক্য সমূহ যাহা তাঁহার সংস্পর্শে বিরূপ হইয়াছিল একণে তাঁহার অন্তর্ধানে পুনশ্চ উজ্জ্বল ও মহাশোভান্বিত হইয়া পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইল, আর চতুষ্টয়েরও নির্ব্বেদ বিগত হইল। ইতি পূর্ব্বে তাঁহারা যেন কোন মায়াশক্তিতে মোহিত হইয়া সকলেই যক্ষাভিমুখে স্থির দৃষ্টি করিয়াছিলেন এইক্ষণে যক্ষের চতুষ্পার্শ্ব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে কোন পদার্থই স্থানান্তর হয় নাই, শুভ্র ও [illegible] তাহাকে পাদার্পণ করিয়াছেন এই শয্যায় তাহার কোন চিহ্ন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। অনন্তর তাহারা বাতায়নাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে রাজ পথে লোক সমূহ পূর্ব্ববৎ গমনাগমন করিতেছে অশ্ব রথের শোভার অথবা পণ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ শকটের কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, দর্পণে যে অদ্ভুত ভাব হইয়াছিল তাহারও কোন চিহ্ন নাই কেবল টেবিলের উপর কতক গুলি সিন্দুক তাহার উপস্থিত রহিয়াছে। কাঞ্চন প্রিয় স্নিগ্ধ বায়ু সেবনার্থ বাতায়নের কপাট উদ্ঘাটন করিলে ভিক্ষুকেরা কিঞ্চিৎ অর্থ যাচ্ঞা করিতে লাগিল এবং তখন তাহারদের মধ্যে কেহ যাচকদের প্রার্থনা পূরণে বিমুখ হইল না কেননা পূর্ব্বোক্ত অপরিচিত যক্ষের কথা তাহারদের মনে জাগরুক থাকাতে এই প্রতীতি হইতে লাগিল যে দরিদ্র ভিক্ষুরাই ধনীশ্বরের দূত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃ চতুষ্টয় বৃদ্ধের প্রবোধ বাক্যে নিরস্ত হইয়াছিলেন অতএব তাঁহারা বিষয় বিভাগে বিরত হইয়া সমস্ত সম্পত্তি একত্র রাখা শ্রেয় জ্ঞান করত তাহা যাহাতে অধীশ্বরের নিকট সহজে প্রেরিত হয় এমত উপায় চিন্তাতে একদা ব্যাপৃত হইলেন কিন্তু প্রথমাবধি মতের অনৈক্য হওয়াতে কোন উপায় স্থির হইল না পরে নানা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হওয়াতে ক্রমশঃ তাঁহা অভিপ্রায়ের যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইতে লাগিল সুতরাং শেষে অপরিচিত বৃদ্ধ পুরুষের বাক্যও অস্পষ্ট বোধ হইল এবং ধন সম্পত্তির প্রতি পুনর্ব্বার স্পৃহা জন্মিল অতএব প্রথমে পৈতৃক সম্পত্তি চতুরংশে বিভাগ করণের যে কল্পনা হইয়াছিল তাহাই বলবতী হইয়া উঠিল এবং সকলে আপন২ অংশ গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছামতে ব্যয় করা মঙ্গলকর বোধ করিলেন।

অনন্তর কাঞ্চনপ্রিয়ের প্রতি বিষয় বিভাগের ভারার্পণ হওয়াতে তিনি আপনি কত অংশ গ্রহণ করিবেন ইহার গণনায় বহু কাল ক্ষয় করিলেন, ইতিমধ্যে রাজদূতগণ উপস্থিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ তাড়না করত তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত করিতে লাগিল কিন্তু তাহারদের আবেদনে কোন ফল দর্শিল না। তাহারদের সকলকেই তিনি এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন যে পৈতৃক বিষয় বিভাগ না হইলে রাজসদনে প্রেরিত হইবে না।

অবশেষে বিভাগের সমাধা হওয়াতে অগ্রজেরা কাঞ্চনপ্রিয়ের গণনা বুঝিতে না পারিলেও আপন২ অংশ লইয়া সন্তুষ্ট হইল। সকলেরই এক২ অংশ হস্তগত হইল এবং ঐ নগরীতে

আকর খননাদি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন কিন্তু অবশেষে যক্ষ স্বর্ণচয়ন করিবার ছলে ঐ আকরকে তিমিরাবৃত কারাগাররূপ করিয়া কাঞ্চনপ্রিয়ের হস্ত পাদাদি স্বর্ণময় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল। তিনি কারারুদ্ধ হইলে যক্ষ কহিল যে তুমি আমার দাসত্ব স্বীকার করিয়া অবিরত নূতনং রত্নাদি আহরণ পূর্ব্বক আকরের মধ্যে আনয়ন করিতে প্রতিশ্রুত না হইলে আমি তোমাকে লোকালয়ে গমন করিতে দিব না। পুরবাসি গণ সমাজে এক্থাও প্রচার হইয়াছিল যে তাঁহার অঙ্গ উক্ত স্বর্ণশৃঙ্খল হইতে কোন কালে মুক্ত হয় নাই। যদিও সে শৃঙ্খল চক্ষুর অগোচর ছিল কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যের লক্ষণ ঐ ভুবনস্থ বণিকের ভঙ্গিতে স্পষ্ট বোধ হইত। ফলতঃ মুখ্যলেরু ভারে গমন কালে তাহার পাদাবিক্ষেপ বাধিত হইত এবং তন্নিমিত্ত তাহার মস্তকও ক্ষিতিকান্তিমুখে অবনত থাকিত।

এই গল্প অসম্ভব বোধ হইলেও নিতান্ত অলীক নহে কেবল তাহার অংশ মাত্র অসত্য ছিল। স্বর্ণাকরস্থ যক্ষ কাঞ্চনপ্রিয়ের প্রতি কোন ভয় প্রদর্শন অথবা বল প্রকাশ না করিয়া কেবল প্রতারণা দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছিল, এবং কাঞ্চনপ্রিয় ক্রমশঃ তাহার দাসত্ব কুহকে পতিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সুকোমল শৃঙ্খলে তাহার হস্তপাদ বদ্ধ হইয়াছিল পরে ক্রমেং ঐ শৃঙ্খলের দৃঢ়তা ও পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অধিকন্তু তাহার এই বিশেষ গুণ ছিল যে প্রথমাবস্থায় কোমল ও ভঙ্গুর, সুতরাং কাল সহকারে দৃঢ়তর হইবার পূর্ব্বে তাহাতে কাঞ্চনপ্রিয়ের ভার বোধ হয় নাই এবং পরেও ক্রমশঃ দৃঢ়তা প্রকট হওয়াতে তিনি তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। সকল লোকের সমক্ষে দাসত্বের চিহ্ন স্বয়ং গাত্রে ধারণ করিলেও তদ্বিষয়ে তাঁহার আপনার কোন বোধ ছিল না।

কাঞ্চনপ্রিয় [illegible] এবং কারণ নির্দেশ করিতে না পারিলেও দাসত্ব [illegible]

জাগিলেন। তিনি নির্দয় প্রভুর কার্য্য সাধনার্থ প্রাতঃকালাব
সায়ংকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও শ্রমের ফলের অংশী হইতে
পারিলেন না, কেননা দিবাভাগে ক্লেশ ও কষ্ট ভোগে ও
রজনীযোগে দুর্ভাবনা এবং চিন্তায় কাল হরণ করিতে হইত, তি
পুরবাসিগণের সহিত কোন আমোদ করিতে কিম্বা বন্ধুবর্গের প্র
আতিথ্য ক্রিয়া করিতে অথবা আত্ম পরিজনের সহিত সদালা
করিতে এক ঘটিকা কালের নিমিত্তও অবকাশ প্রাপ্ত হইতেন ন
স্বর্ণাকরস্থ যক্ষ মনে করিত সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে পরিচর্য্যায় নিযু
রাখা পরামর্শ সিদ্ধ সুতরাং অতিশয় কষ্টসাধ্য এবং অপকৃ
কার্য্যের ভারার্পণ করিত। কোন বালককে এক্ষণ অসংখ
অঙ্ক সঙ্কলনে নিযুক্ত করিলে তাহার যেরূপ ক্লেশ হয় কাঞ্চনপ্রিয়ে
কার্য্যেও তদ্রূপ কষ্ট বোধ হইত। তাহার মন অঙ্ক, অঙ্কে
তুষ্ট ছিল, এবং কোন বিষয়ে পরিশ্রম করিয়া কৃতকার্য্য হইলে
অঙ্কের বৃদ্ধি মাত্র হইত।

উপরোক্ত বৃত্তান্তেও কাঞ্চনপ্রিয়ের দুঃখ বর্ণনা পরিসমাপ্ত হ
না, তিনি সেই বৃদ্ধ যক্ষের উপদেশ মিথ্যা বলিয়া অগ্রা
করিতে পারেন নাই অথচ সর্ব্বদা তদ্বিপরীতাচরণ করিতেন
তাঁহার মনে বিলক্ষণ প্রতীতি ছিল যে নির্বাসন সময় উপস্থি
হইলে সঞ্চিত ধন রাশি কোন কার্য্যে আসিবে না, তৎকা
রমণীয় নগরীর পুরদ্বার তাঁহার প্রতি রুদ্ধ হইবে, অত
বর্ত্তমান অবস্থার দুর্ভাবনা ও ক্লেশের শেষ হইলেও তাঁহাকে নিঃ
অরণ্যে ভ্রমণ করিতে হইবে। অপর রাজদূতগণকে বি
হইতে দেখিলে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত তাহারা তাঁহার
রাজভবনে লইয়া যাইবার প্রসঙ্গ মাত্র করিত না কেননা তাহ
বহুকাল দেখিয়া শুনিয়া এই স্থির করিয়াছিল যে কাঞ্চনপ্রি
নিকট বস্ত্র প্রার্থনা করা বাক্য ব্যয় মাত্র। কাঞ্চনপ্রিয়ও তাহ
দের উপলক্ষে অর্থের [illegible] করিতে বারম্বার প্রতি
করিয়াছিলেন কিন্তু ধন স্বভাবে হস্ত বদ্ধ থাকাতে সুযোগ দি

স্পর্শ মাত্র করিতেই সুযোগ কাল উত্তীর্ণ হইয়া যাইত সুতরাং, প্রত্যহই কত্তু দান করিব এই সঙ্কল্প করিতেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাঞ্চনপ্রিয় এইরূপে স্পর্শকরস্থ দ্রব্যের সেবায় ব্যস্ত রহিলেন কিন্তু তাঁহার অনুজ কীর্ত্তিকাম অন্য এক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন. ইহাঁর হস্ত স্পর্শ স্বর্ণজালে বদ্ধ হয় নাই, বরং আকৃতির ভঙ্গিমা অতি মনোহর এবং ঔদার্য্য যুক্ত ছিল, তাঁহার দর্পণেও মহত্ত্বের লক্ষণ দৃষ্ট হইত। কীর্ত্তিকাম ধন সম্পত্তির প্রতি অত্যন্ত উপেক্ষা করিলেও তন্নিমিত্ত পুরবাসিগণ তাঁহাকে মূর্খ অথবা হেয় বোধ না করিয়া বরং কখনং ঈর্ষা কখন বা প্রশংসা করিত। পরন্তু অন্য সকল বিষয়ে তাঁহার আচরণ অগ্রজের বিপরীত হইলেও. এক বিষয়ে সদৃশ ছিল অর্থাৎ তিনিও পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের উপদেশ অবজ্ঞা করিয়াছিলেন।

নগরের এক প্রদেশ কোলাহলাকুল রাজবর্ত্ম হইতে বহু দূরে স্থাপিত ছিল. সে স্থল রাজপুত্রগণের আবাস হইতে আর দূরতর. প্রাকার অট্টালিকা অতি মনোহর এবং সুশোভিত ছিল, যদ্যপি শিল্পীরা সেই প্রকার অট্টালিকা নির্ম্মাণে অতিশয় আমোদ করিত, কিন্তু ঐ প্রাসাদ সমূহ পরস্পর সমরূপ ছিল না। নির্ম্মাণ কর্ত্তৃগণের সম্পত্তি ও মানসিক ভাব এক প্রকার না হওয়াতে তাহারদের আকৃতি বিবিধ প্রকার হইয়াছিল। সে সকল প্রাসাদ দুই জাতীয় বলিয়া বিভক্ত হইতে পারে. প্রথম জাতি সামান্য প্রস্তরে নির্ম্মিত প্রযুক্ত গ্রীষ্ম ঋতুতে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত নেত্রানন্দকর হইত এবং গ্রীষ্মাবসানে তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য সংস্থাপিত হইত কিন্তু তাহাও তদ্রূপ অস্থায়ী, দ্বিতীয় জাতি প্রস্তর শ্রেষ্ঠ সমবেত ছিল, তন্নির্ম্মাণ কর্ত্তৃগণের তাৎপর্য্য উত্তর কালে শত২ বৎসর পর্য্যন্ত আপনারদের কীর্ত্তি স্মরণ থাকে। প্রথম জাতীয় প্রাসাদ আমোদালয়, দ্বিতীয় জাতীয় যশোমন্দির নামে খ্যাত ছিল।

কীর্ত্তিকাম এক যশোমন্দির নির্ম্মাণার্থ স্বীয় অর্থরাশি ব্য
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ঐ বিষয়ে তাঁহার মন একাগ্র হইয়াছিল
এবং পুরবাসিগণও তাঁহার চেষ্টার সুসিদ্ধতা দর্শনার্থ অতিশয়
ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিল, জগৎপুরের মধ্যে তাদৃশ মন্দির কখন
স্থাপিত হয় নাই, তাহার মূল পত্তনের গভীরতা ও ভিত্তির
প্রশস্ততা বিষয়ে বিচিত্র গল্প কল্পিত হইয়াছিল। প্রত্যেক
প্রস্তরের পৃথক২ অদ্ভুত বিবরণ ছিল, কোন খনি হইতে প্রস্তর
সংগ্রহ হইয়াছে ও কোন২ নির্ম্মাণ কর্ত্তার দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছে
তৎসম্বন্ধীয় তাবৎ বৃত্তান্ত জগৎপুরের পুরাবৃত্ত মধ্যে বর্ণিত আছে,
কিন্তু এস্থলে সে সকল বৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে লেখা যাইবে না,
কেননা তাহাতে রাজ পুত্রগণের কোন সংস্রব ছিল না এবং যদিও
ঐ মন্দিরের উপাখ্যান শ্রবণে কীর্ত্তিকাম ও তাঁহার সংযোগি
দিগকে কৌতুক হইত তথাপি বর্ত্তমান ইতিহাসে তদ্বর্ণনায়
প্রয়োজনাভাব।

উক্ত মন্দির নির্ম্মাণেই কীর্ত্তিকামের মন সতত নিবিষ্ট এই
এক কথাতেই তাঁহার চরিত্র বর্ণন সমগ্র হয়। তিনি পুরবাসিগণ
হইতে পৃথক্ থাকিতেন না কিন্তু কেবল উক্ত কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত
তাহাদের সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিতেন, যদি কখন জনতাকুল
রাজপথে ভ্রমণ করিতেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে বাস্তু এবং নিপুণ
শিল্পকরের অন্বেষণ করিবেন, অপর অন্য স্থানেও গমন করিয়া
বহুমূল্য রত্ন ও কাঞ্চনের বিনিময়ে মর্ম্মর ও অন্যান্য বিচিত্র প্রস্ত
সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার ঐরূপ দৃঢতর যত্নেতে কার্য্য সিদ্ধি হইল
দিনে২ ঐ মন্দিরের শোভা ও পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল প্রচ
বায়ুর আঘাতেও সে মন্দিরের কোন হানি হইল না কেননা তাহা
ভিত্তি বদ্ধমূল হইয়াছিল। চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহাবলীর পতিতাংশে
সেই মন্দিরের সৃজন হইয়াছিল, ভগ্ন ভবনের মধ্যে কোন২ ভব
নির্ম্মাণ কর্ত্তার সহসা নির্ধন হওয়াতে অসমাপ্ত ছিল ও কোন
গৃহ কালান্তরে জীর্ণ হইয়াছিল, এবং কীর্ত্তিকামের কর্ম্মকারকেরা

স্বয়ং কোন২ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, অতএব কীর্ত্তিকাম স্বীয় মানস সুসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় ঐ সকল ভগ্ন অট্টালিকার অব-শিষ্টাংশ হইতে প্রয়োজন মতে প্রস্তর সংগ্রহ করিলেন, তাহাতে অবশেষে তাঁহার মন্দির নগরস্থ অন্যান্য প্রাসাদ অপেক্ষা উচ্চতর হইয়া অনুপম রূপে বিরাজমান হইল।

মন্দিরের পরিমাণ যত বৃদ্ধি হইল কীর্ত্তিকামের মন ততই তাহাতে আসক্ত হইতে লাগিল ফলতঃ তিনি ঐ প্রাসাদের মমতাতে অতি-শয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং যে দিবস সেই মন্দির নগরের সব স্থান হইতে দৃষ্ট হইল তদবধি তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অন্য দিকে প্রায় নিক্ষিপ্ত হইল না অতএব তাঁহার পক্ষে রাজ দূতগণকে উপেক্ষা করিবার মূল কারণ উহাই হইতে পারে কেননা তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা প্রাসাদের উপর নিক্ষিপ্ত থাকাতে অন্য কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত হইত না এবং রাজ দূতেরা সাহস করিয়া কোন প্রস্তাব করিলেও তাহাতে তাঁহার মনঃসংযোগ হইত না বিশেষতঃ প্রাসাদ নির্ম্মাণের কোলাহল অনবরত শ্রুতিগোচর হওয়াতে কোমলতর শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পারিত না।

পরন্তু কীর্ত্তিকামের ঐ প্রকার মানস সুসিদ্ধ হইলেও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই, মন্দিরের কোন অংশের পরিবর্ত্তন কোন অংশের বৃদ্ধি করিতে অবিরত ব্যস্ত থাকিতেন তথাপি আপনার অভিমতানুসারে তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইলেন। অপর নগরের মধ্যে২ ভূমিকম্প হইয়া থাকে সুতরাং মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইবার সম্ভাবনা আছে এই ভাবনায় আরো ব্যাকুল হইলেন। অপর এইরূপ ভাবনাতেই যে কেবল তাঁহার দুঃখোদয় হইয়াছিল এমত নহে, যৎকালে হর্ষে পুলকিত হইয়া আপনার মন্দিরের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেন তখনও তাহার হৃদয়াকাশ উৎকণ্ঠারূপ মেঘে আচ্ছন্ন হইত। একজন দরিদ্র পথিকের বাক্যে প্রথমতঃ তাঁহার দুর্ভাবনার উদয় হয়। যদা কীর্ত্তিকাম দেখিলেন যে এক অধম ব্যক্তি তাঁহার মন্দিরাভি-

মুখে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া পরে নেত্রাম্বু মুছাই
বার ছলে অন্য দিকে দৃষ্টি করিতেছে তাহাতে কি কারণ বশতঃ এ
ব্যক্তির এমত ক্ষোভ হইল ইহার তথ্যানুসন্ধান করাতে পথিক
অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া উত্তর করিল "এই প্রকাণ্ড মন্দির কত দিন
পর্য্যন্ত স্থায়ি থাকিবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছি?" কীর্ত্তিকাম
তখন অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন "কি কত দিন
থাকিবে? শত২ বৎসর গত হইলেও ইহার বিকৃতি হইবে না"
পথিক পুনর্ব্বার বিমর্ষ বদনে মৃদুস্বরে কহিল "এই মন্দিরের অধি
কারী কত দিন ইহার মধ্যে বাস করিতে পাইবেন তাহাও চিন্ত
করিতেছি"।

কীর্ত্তিকাম এই উক্তির উত্তর প্রদান না করিতেই পথিক সে
স্থান হইতে অন্তর্হিত হইল। অনন্তর তিনি ঐ অশুভ কথ
বিস্মরণার্থ নানা প্রকার চেষ্টা করিলেও মনোমধ্যে তাহা ক্রমে
সংস্কার বদ্ধ হইল। দুর্গাপুর বাসি বণিকেরা সাম্বৎসর যত কা
সেখানে বাস করিতে পায় কীর্ত্তিকামের পক্ষে তখন তাহার অর্দ্ধে
সময়ও অতীত হয় নাই তথাচ তিনি জানিতেন যে অকস্মাৎ
নির্ব্বাসন বিধি প্রচার হইবার সম্ভাবনা আছে এবং আগন্তুক
উপস্থিত হইলে মন্দিরের দ্বারে সেই বিধি প্রচারের এক ঘটি
মাত্রও বিলম্ব হইবে না অতএব বৃদ্ধ পুরুষ প্রথমেই ক
চতুষ্টয়কে যে উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্মরণে আই
অত্যাকুল মনোমধ্যে পুনশ্চ এই প্রকার দুর্ভাবনার উদয় হই
যথা, যে অর্থ রাশি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা এইক্ষণে কোথ
আছে? তাহার কিয়দংশ রাজ ভবনে প্রেরিত হইয়াছে কি ন
এবং এবম্ভূত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে তাঁহার হৃৎকম্প হইতে লাগি
তিনি কাঞ্চনপ্রিয়ের ন্যায় মৃত্তিকার নীচে অর্থ সঞ্চিত করি
রাখেন নাই বরং দক্ষিণপাণিতে প্রসারিত হস্তে ব্যয় করিয়াছিলে
বটে, কিন্তু গ্রাহক লোক উপস্থিত হইলে তাহারদের শারীরিক কু
শল এবং নির্ব্বাহ দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে বিলক্ষণ পরী

করিয়াও তাহারা অধীশ্বরের দূত কি না এই মুখ্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মরণ হইয়াছিলেন।

একদা এই সকল দুর্ভাবনা মনোমধ্যে উদিত হইলে কীর্ত্তিকাম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে উক্ত মন্দির ভগ্ন করিয়া তৎসম্পর্কীয় সকল দ্রব্যাদি অধীশ্বরের দূতগণের মধ্যে বিতরণ করিবেন কিন্তু লোক-লজ্জা ও অভিমান প্রবল হওয়াতে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না। তিনি বিবেচনা করিলেন যে এত দিন পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা স্বহস্তে ভগ্ন করিলে অন্যান্য বণিকেরা তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিবে। অনন্তর সেই উজ্জ্বল প্রাসাদাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া মনের উদ্বেগ ও সন্দেহ দূর করিতে যত্ন করিলেন, ফলতঃ এবিষয়ে তাঁহার যত্ন সিদ্ধ হইল, এবং তাঁহার মন পুনর্ব্বার কেবল পূর্ব্ববৎ দর্পেতে পূর্ণ হইল এমত নহে বরঞ্চ ভয়ানক মায়াতেও মোহিত হইল, অর্থাৎ তিনি রাজ দূত, রাজভবন, রমণীয় নগরী, এই সমস্ত বিষয়ের তাবৎ কথাই অলীক বোধ করিতে লাগিলেন এবং মনে করিলেন যে নির্ব্বাসন বিধি প্রচার হইলেও তাঁহার যশোমন্দির নিত্য আশ্রয় স্থান হইয়া চিরকাল থাকিবে।

হায়! যৎকালে তিনি এই প্রকার অভিমান করিতে ছিলেন তৎক্ষণেই তাঁহার প্রতি নির্ব্বাসিত হইবার আদেশ প্রচার হইল অতএব রাজাজ্ঞা বাহকেরা অনতিবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সম্প্রতি অপর দুই বণিক্‌জনের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হইবে এতকারণ আপাততঃ তাঁহার শেষ বিবরণ লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুদর্শন নামা তৃতীয় ভ্রাতার ইতিহাস পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের বৃত্তান্ত তুল্য নহে। বুদ্ধের উপদেশের কেবল আভাস মাত্র তাঁহার স্মরণে ছিল এমত নহে কিন্তু তদনুসারে তাঁহার সকল কর্ম্মেরও রূপান্তর হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা ঐ উপদেশের কথা পুরবাসিগণের নিকট উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিতেন। অপর যুকুর মধ্যে যে আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন তাহাও আক্ষেপ পূর্ব্বক বর্ণনা করিতেন। অতএব পিতৃ সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হইবা মাত্র এই প্রতিজ্ঞা স্থির করিলেন যে নগরীয় অলীক আমোদে অর্থ ব্যয় না করিয়া সমুদয় ধন রাজ্ঞ ভবনে প্রেরণ করিবেন।

সুদর্শন এই মানস সর্ব্বত্র প্রকাশ করিলে রাজ ভৃত্যগণের অপ্রাপ্তি হইল না, তাহারা একে২ আসিয়া আপন২ দুঃখ বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক সকলেই সাবধানে অর্থাদি গাঁছাইয়া দিতে অঙ্গীকার করিল, সুদর্শন সকল ব্যক্তিকেই মুক্ত হস্তে দান করিতেন কিন্তু অবিলম্বে তদ্রূপ দান ক্রিয়াতে তাঁহার বৈরক্তি জন্মিতে লাগিল এবং প্রতিদিন সমভাবে দান ধর্ম্ম সম্পন্ন হওয়াতে ক্রমশঃ তাহাতে উৎসাহ কিম্বা আনন্দের হ্রাস হইল বিশেষতঃ পুরবাসিগণের অধিকাংশ তাঁহার ক্রিয়াতে দৃষ্টিপাত করিত না অথবা স্পষ্ট রূপে উপেক্ষা করিত অতএব তিনি মনে করিলেন যে ভৃত্যগণের দোষ হেতু যশোবৃদ্ধির বাধা হইতেছে কারণ তাহারা দান প্রাপ্তি মাত্রে তাহা গোপন করে এবং পথিমধ্যে অন্য কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়। তিনি এই প্রতি-বন্ধক নিবারণ করিবার মানসে ঘোষণা করিলেন যে যাচকদিগকে

সাধারণের সমক্ষে মুদ্রা পূর্ণ থলিয়া হস্তে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে হইবে এবং মধ্যেং আপনারদের ভ্রমণের হেতু প্রচার করিতে হইবে, তদনন্তর যেং ব্যক্তি এই বাক্যে অসম্মত হইল তাহারা তৎক্ষণাৎ নিরাকৃত হইয়াছিল।

উপরোক্ত উপায়ে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ অভীষ্ট সিদ্ধি হইল রাজদূতগণ ঐ প্রকারে গতিবিধি করাতে অনেকে তৎকারণানুসন্ধান করিতে লাগিল এবং সুদর্শনের বন্ধুবর্গ রাজ ভবনে বিপুল অর্থ সঞ্চয় হইতেছে বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিল কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না তিনি এতদপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠান্বিত হইতে বাসনা করিলেন কেননা তাঁহার যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও সুখ্যাতির অভিলাষ তাহা বিবেচনা করাতে ঐ প্রকারে ধন প্রেরণ করা অসঙ্গত বোধ হইল সুতরাং তাঁহার মনে এরূপ ইচ্ছার উদয় হইতে লাগিল যে যাচকগণ তাঁহার নিকট যথেষ্ট দান প্রাপ্ত হইয়া পঙক্তি শ্রেণীবদ্ধ রূপে গমন করুক ও তাহারদের ধন্যবাদের ধ্বনিতে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হউক।

এমত রূপ ভাবনায় মগ্ন আছেন এমত সময়ে এক ব্যক্তি ভিক্ষুক বেশ ধারণ করত তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ তাহার আকৃতি অস্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু পরে সুদর্শনের সমক্ষ দর্শনেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষে স্পষ্ট বোধ হইল। সে ব্যক্তি রক্তোত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল এবং তাহার হস্তে এক স্বর্ণময় ছুরী ছিল। সে সুদর্শনকে সম্বোধন করিয়া কহিল তোমার অভিপ্রায় আমি বহু কালাবধি অবগত আছি তুমি তাহা সুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে ত্রুটি কর নাই কিন্তু এক বিষয়ে তোমার ভ্রম হইয়াছে। তোমার যেরূপ ঐশ্বর্য্য তাহা এপ্রকার প্রচ্ছন্ন ভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণকারি কতিপয় রাজদূত দ্বারা প্রেরণ করা কর্ত্তব্য হয় না বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করিয়া বন্দি দ্বারা তাহারদের সকলকে একত্র আহ্বান পূর্ব্বক শ্রেণী বদ্ধ রূপে বিদায় করা উচিত অতএব আমার প্রতি এই কর্ম্মের ভারার্পণ কর।

এই কথার প্রসঙ্গে সুদর্শনের রীতি চরিত্র রূপান্তর হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ বন্দির বাক্যপ্রমাণ কার্য্য করিতে লাগিলেন তাহাতে পূর্ব্বে একাকার কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাতে যে উৎসাহ শৈথিল্য হইয়াছিল এইক্ষণে তাহাও দূর হইল। অপর কীর্ত্তিনাম মন্দির নির্ম্মাণ করাতে নগরী মধ্যে যে রূপ আমোদ হইয়াছিল ঐ সময়াবধি রাজভবনে দূত প্রেরণের উপলক্ষেও তাদৃশ কৌতুক হইতে লাগিল এবং সুদর্শন স্বয়ং তদুপলক্ষে সতত ব্যস্তমনা হইয়া রহিলেন তিনি যে সকল সমারোহ করিয়াছিলেন তাহার একটা বর্ণনা করিলেই এস্থলে পর্য্যাপ্ত হইবে কেননা পুরবাসি বণিকেরদের সমক্ষে প্রত্যেক সমারোহ নূতন বোধ হইলেও প্রধান ব্যাপার সকলই একরূপ ছিল। অতএব প্রথমে যে দূত শ্রেণী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিলেই উপাখ্যান সম্পন্ন হইবে।

দূতশ্রেণী প্রেরণার্থ দিন স্থির হইলে ঢক্কা ভেরী বাদ্য পূর্ব্বক নগরীর চতুষ্পার্শ্বে এতদ্বিষয়ক ঘোষণা করিল পরে বণিকনন্দন ভূরি বহু মূল্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাশি২ মণি মাণিক্যের নিমিত্তে যথেষ্ট রজত কাঞ্চন আয়োজন করিলেন। এই সকল ব্যাপার হট্টের মধ্যে সমাধা হওয়াতে তন্নিমিত্তে সকলেরি মহা কৌতুক হইল ইতিমধ্যে বণিকনন্দন আপন বাটীর দ্বার রুদ্ধ রাখিতে আজ্ঞা করিলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণকারি যে সকল দূত সে স্থানে উপস্থিত হইল তাহারদিগকে কহিলেন "অদ্য বিদায় হও, আদিষ্ট দিবসে উপস্থিত হইও"।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসের প্রাতঃকালে চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহের লোকে কৌতুক দর্শনার্থ স্ব২ বাতায়ন গবাক্ষে উপস্থিত হইল এবং অনতিবিলম্বে জনতার বৃদ্ধি হওয়াতে অবশেষে সমুদয় রাজবর্ত্ম হট্টপথে ব্যাপ্ত হইল আর এত অসংখ্য লোকের সে স্থানে সমাগম হইল যে কত২ অবীরা দরিদ্র অবলা ও পিতৃমাতৃ হীন শিশু গমনের পথ রুদ্ধ হওয়াতে সুদর্শনের গৃহ দর্শনেও

অসমর্থ হইয়া বিষণ্ণচিত্তে স্ব২ আবাসে প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর মধ্যাহ্ন কাল আগত হইলে বণিক্‌নন্দন সুসজ্জিত বেশধারি পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে যাচক বর্গের সমক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে রাশি২ রজত কাঞ্চনাদি দাতব্য দ্রব্য প্রস্তুত ছিল এবং পূর্ব্বোক্ত বন্দী যে কখন দাতার নৈকট্য ত্যাগ করিত না সেও আসিয়া তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান হইল। দিবাকরের রশ্মিতে তাহারদের সকলের অত্যন্ত শোভা হইতে লাগিল এবং তাহারদের উজ্জ্বল পরিচ্ছদ ও স্বর্ণময় ছুরী এবং ছুরিকা স্থিত অঙ্গুরীয় প্রভাকরের তেজে জাজ্বল্যমান হওয়াতে তাহা হইতে যে জ্যোতিঃ প্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল উপস্থিত জনগণ তাহা দর্শিয়া সাধুবাদ ধ্বনিতে নভো মণ্ডল বিদীর্ণ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ রূপ ধ্বনি হইলে পর বন্দী জনগণকে নিস্তব্ধ হইতে আদেশ করিল এবং তদনন্তর সুদর্শন সম্মুখস্থিত কাঞ্চনাদির রাশি হইতে নানা প্রকার মুদ্রা গ্রহণ করিয়া ঐ জনতা মধ্যে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন ইহাতে দুতগণ তাহা স্ব২ হস্তগত করিবার চেষ্টা করাতে অত্যন্ত কোলাহল উপস্থিত হইল সুতরাং ভূরি২ দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত লোক ভূমিসাতে পতিত হইয়া ঐ জনতার পদাঘাতে হত প্রায় হইয়া গেল। বণিক্ নন্দন তাহারদের দুঃখের কিয়দংশে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাহার মনে বিষাদ জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল পরন্তু তৎপরে দীন ঘোরশব্দে করুণার সঞ্চার একেবারে দূরীভূত হইয়া গেল। বন্দী উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ধ্বনি করিল "হে দূতগণ ত্বরায় নিকটস্থ হইয়া সুদর্শন বণিকের আদেশানুসারে এই অর্থ রাশি গ্রহণ পূর্ব্বক অধীশ্বরের সুরক্ষিত ভবনে লইয়া যাও"।

পরে দাতব্য ধন সমুদয় ব্যয় হওন পর্য্যন্ত কোলাহলের নিবৃত্তি হইল না, অনন্তর প্রকাণ্ড রূপে নগর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক গমনের নিমিত্ত বন্দী দূতগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিল তাহাতে ঐ দীন [illegible] তাকিয়া ছুরী খনির তালে২ আনন্দ পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া

সুবর্ণবন্ধু দূতগণকে এই প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন তাহাতে কোনং শ্রেণীর মধ্যে কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকিলেও এ ছুরী দ্বারা সকলেরি সমারোহেতে শোভা হইত, এবং উক্ত বন্ধু সকলেরি সৎকার বিধান করিত অতএব এক শ্রেণীর বর্ণনাতেই সমুদয়ের বর্ণনা অবগম হইল।

অতঃপর তাঁহার ধন সম্পত্তি যেন অক্ষয় বোধ হইতে লাগিল। তিনি যত দান করিতেন তাঁহার অর্থ রাশিও তদনুসারে বৃদ্ধি পাইত। অপর ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনিই লোক সমাজে অধিক প্রতিপন্ন হইলেন, নগরীস্থ আবাল সকল সকলেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিত। কেহ২ তাঁহার প্রতি বৈরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল বটে কিন্তু সে বিরাগ সূচক শব্দ বন্ধুর ছুরী বাদ্যে গান হওয়াতে কখিনকালেও তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। তাঁহার মনে এই প্রত্যয় ছিল যে পুরী মধ্যে তিনি সর্ব্ব পূজ্য হইয়াছেন এবং উত্তর কালের সোপান নাড়িবেও অক্ষয় ধনরাশি সঞ্চয় করিতেছেন। অতএব কখনং আত্ম শ্লাঘায় কখন বা আমোদপ্রমোদে তাঁহার মুখপদ্ম প্রফুল্ল হইত, তাঁহার চিত্তাকাশ সন্দেহ বা দুঃখ রূপ মেঘে কখনই মলিন হইত না। অপর তিনি সহোদরদিগের ক্রিয়ার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন অর্থাৎ কিঞ্চিৎ দূরে নিজ বাটী সম্বলিত উচ্চতর স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কীর্ত্তিমানের মন্দিরের দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক শ্লেষ বাক্য করিতেন ও কখন বা কাঞ্চনপ্রিয় অর্থের নিতান্ত বশীভূত হওয়াতে তাঁহার প্রগাঢ় দাসত্ব বর্ণনায় কৌতুকাবিষ্ট হইতেন কিন্তু অবশেষে আপনার দূত শ্রেণীর প্রতি নেত্রপাত করিয়া এই উক্তি করিতেন "কা-মানের এক মন্দির আছে, তাহা প্রগাঢ়রূপে মুদ্রবদ্ধ হইয়াছে। আমারও ধন সম্পত্তি আছে কিন্তু তাহা নিরাপদ স্থানে সঞ্চিত রাখিয়াছি।"

চতুর্থ ভ্রাতার উপাখ্যান বর্ণন করা সাধ্যাতীত, কেননা, তদ্বিষয়ের কোন কথাই প্রসিদ্ধ নাই, কাঞ্চনপ্রিয় অথবা কীর্ত্তিমানের

ন্যায় তাঁহার চরিত্র ছিল না কারণ তিনি স্বর্ণকরস্থ যন্ত্রের সেবায় অথবা যশোরাশির নির্ম্মাণে নিরত থাকেন নাই। অপর তাঁহার স্বভাব প্রদর্শনেরও আগ্রহ ছিল না কেননা কোন বন্দী সতত তাঁহার উপাসনায় থাকিত না এবং রাজ দূতগণকেও তাঁহার দ্বারে শ্রেণী-বদ্ধ দেখা যাইত না। তিনি নিভৃত স্থানে কালযাপন করিতেন. কখন, কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন ইহা কেহই জানিত না, ক্রমশঃ, এথেন্সের নগরী মধ্যে তিনি যেন বিদেশীয় লোকের ন্যায় বাস করিতেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অগ্রজদিগের চরিত্র দর্শনে কৌতূহলাবিষ্ট হইত তাহারা ক্রমশঃ তাঁহার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে লাগিল কেননা তাহারদের যাহাতে মনোভিনিবেশ সম্ভাব তিনি তদ্রূপ কার্য্য করেন নাই কেবল এক বিষয়ে অন্য-লোকের জন্য তাঁহার নামের আন্দোলন হইয়াছিল যে অকস্মাৎ ধনাঢ্য বণিকদের শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া অতি দীন দুঃখি লোকের-দের গৃহ পরিবেষ্টিত অসামান্য নিকেতনে বাস করিতে উপক্রম করিলেন কিন্তু কি মানসে ঐ প্রকার পল্লীতে নিবাস ধার্য্য করিয়া ছিলেন তাহা কেহ অবগত ছিল না। কেহ২ কহিত কৃপণতা প্রযুক্ত সুতরাং দরিদ্র পল্লীতে থাকিতেন অপরে বলিত অর্থাভাবে ঐ রূপ করিতেন পরন্তু তদনন্তর অতিশয়েই নগরী মধ্যে তাঁহার নামের আন্দোলন একেবারে নিরস্ত হইল যাহাতে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো প্রচ্ছন্ন ভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অতএব যে কএক জন বন্ধু ঐ নিভৃত স্থানে গমনাগমন করিত তিনি যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাহারদের আতিথ্য করিতেন কিন্তু তাহারাও তাঁহার জীবন বৃত্তান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানে সমর্থ হয় নাই। তিনি কাল সহকারে উত্তরোত্তর দরিদ্র হইতে লাগিলেন কেননা কোন অপ্রকাশ্য কারণ বশতঃ তাঁহার ধন রাশি ক্ষয় হইত। তাঁহার বাটীতে ঐশ্বর্য্যের কোন চিহ্ন রহিল না, পূর্ব্বে যে পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন তদপেক্ষা অল্প মূল্য বস্ত্রাদি

পরিধান এবং অতি সামান্য দ্রব্য আহার করিতে লাগিলেন সুতরাং এই সকল ব্যাপার দর্শনে লোক সমূহের চমৎকার জন্মিবার অসম্ভাবনা ছিল না। অধিকন্তু তাঁহার আপনার ভাবান্তর অধিক আশ্চর্যকর হইয়াছিল কেননা তাঁহার আচরণ উত্তরোত্তর সুগম হইতে লাগিল এবং মুখমণ্ডল আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। বহু সম্পত্তি কালে তাঁহার বদনে যে উৎকণ্ঠা ও বিষাদের চিহ্ন কখন২ প্রকাশ হইত তাহা পরে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইল তাহাতে আপাততঃ এমত বোধ হইল যে তিনি ধন সম্পত্তিতে বঞ্চিত না হইয়া বরং কোন বিশেষ ভার হইতে মুক্ত হইয়াছেন নচেৎ এরূপ আনন্দ কি প্রকারে সম্ভবে। কিন্তু কেহ ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কখন২ ঈষৎ হাস্য কখন বা অশ্রুপাত করিতেন তাহা দেখিয়া কেহ২ কহিত সুচেতার হাস্য দর্শনে চিত্ত রঞ্জন হয় বটে কিন্তু তাঁহার অশ্রুপাতে দৃষ্টি করিলে অন্তঃকরণ অপেক্ষা অধিক প্রফুল্ল হয়।

ঐ বণিক নন্দনের দরিদ্রতার বিষয়ে কাহারো সন্দেহ ছিল না কিন্তু কি কারণ বশতঃ তিনি নিঃস্বত্ব হইলেন তাহা তাঁহার অন্যান্য বৃত্তান্তের ন্যায় অস্পষ্ট ছিল ফলতঃ তাঁহার ধন যে প্রকারে ক্ষয় হউক সুদর্শনের ন্যায় পুনর্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত না। তাঁহার ধন বিতরণ কখন মনুষ্য জাতির প্রশংসাতে পরিশোভিত হয় নাই এবং তাঁহার পদবীও পার্থিব যশোভাতে উজ্জ্বল হয়নাই তথাপি তাঁহার ক্ষুদ্র ঘরের বিষয়ে এক মধুর জনরব প্রচার হইয়াছিল। কেহ২ কহিত যে প্রদোষ ও রাত্রি-কালে সুচেতার ঘরে ব্রাজ দূতগণ গোপনে যাতায়াত করে. তাহারা সুদর্শনের দূতগণের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যায় না. প্রত্যেকে স্বতন্ত্র গমন করে। কিন্তু ইহাতেও স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল যে ঐ দূতেরা ভাবতে এক দলে সংশ্লিষ্ট ছিল কেননা সকলেই গাত্র, হস্ত পরিচ্ছদ মধ্যে প্রচ্ছন্ন করিয়া অজ্ঞাত পথে গমনার্থ লক্ষিত কর পূর্বাভিমুখে বিস্তার করিত। আর নগরের ভিক্ষুক

মার্গ দিয়া সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া গমন করিত, তাহারদের পদার্পণের শব্দও কোন ব্যক্তির কর্ণগত হইত না এবং অবশেষে পূর্ব্ব দিকস্থ গোপুরে উপস্থিত হইলে কবাট রুদ্ধ থাকিলেও শ্রেণীভঙ্গ না হইয়া বরং সুদীর্ঘচ্ছায়াবলীর ন্যায় গমন করিতে পারে পথ অনর্গল করিয়া যাত্রা করত দুরন্ত অন্ধকারে অন্তর্হিত হইত।

নগরী মধ্যে উক্ত ব্যাপারের প্রচার হয় নাই। ধনি বণিক-দের মধ্যে কেহ২ শুনিয়াছিল বটে কিন্তু তাহারদের অধিকাংশ প্রত্যয় করে নাই, অপর যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল তাহারাও ভয়সংক্রান্ত ভক্তিভাব দেখিয়া নিস্তব্ধ থাকিত ফলতঃ ঐরূপ সংগোপনে দাম্ভিক দেখিয়া তাহারা স্পষ্ট বর্ণনা করিতে পারিত না কেবল মৃদুস্বরে পরস্পর কথোপকথন করিত অথবা গৃহে বসিয়া তদ্বিষয়ের চিন্তা করিত এবং যখন একাগ্রচিত্ত হইয়া মনে২ ভাবিত যে ঐ লোক শ্রেণী কোথায় প্রস্থান করিল তখন যেন তাহারদের অন্তরাত্মা এই উত্তর করিত যে "তাহারা পথ রুদ্ধ থাকিলেও নগরীর সীমা উত্তীর্ণ হইয়া বহু দূরে গমন করিয়াছে এবং সুকেতার ধন সম্পত্তি সুরক্ষিত অধীশ্বরের কবলে লইয়া গিয়াছে"।

সুকেতার বিষয়ে এইরূপ চিত্তরঞ্জক ইতিহাস কল্পিত হইয়াছিল কিন্তু তাহার এক অংশের বর্ণনা এখনও হয় নাই, কথিত আছে যে যেসকল ব্যক্তি ঐ অপ্রকাশ্য লোক শ্রেণী দর্শন করিয়াছিল তাহারা উক্ত বণিক্ নন্দনের বাটীর নিকটস্থ বর্ত্মে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল যে তাঁহার গৃহ দ্বারের পথ মুক্তাফলে পরিপূর্ণ আছে এবং সুস্নিগ্ধ আলোকে অট্টালিকা সুশোভিত হইয়াছে আর মনোহর বাদ্য ধ্বনি গৃহের মধ্য হইতে নির্গত হইতেছে। ঐ আলোক এমত অদ্ভুত ছিল যে চতুর্দিকস্থ অন্ধকারের উপর যেন কেবল তাঁহার কান্তিমাত্র সংলগ্ন হইয়াছিল তৈজস পদার্থের লেশও ছিল না, এবং ঐ বাদ্য এমত সুকোমল যে তাহাতে যামিনীর স্বাভাবিক নীরবতা বিকৃত হয় নাই। তাহারা দূর হইতে ঐ শোভা দর্শন করিতে লাগিল

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত রাজা চন্দ্রকেতু এইরূপে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কাল যাপন করিলেন। কাঞ্চনপ্রিয় অহরহ পরিশ্রম করিয়া ধন লোভি প্রভুর নিমিত্ত অযুক্তরূপে অর্থ সঞ্চয় করিতে নিযুক্ত ছিলেন। কীর্ত্তিকাম সর্ব্বাগ্রে নির্ব্বাসিত হওনের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে তাঁহার মন্দির মাত্র নগরের মধ্যে অবশিষ্ট রহিল। সুদর্শন পূর্ব্ববৎ বহু দ্রব্য ধনাদি দানের ও লোক শ্রেণীর সমারোহ করিয়া পৌরজন সমূহের বিস্ময় জন্মাইতে নিযুক্ত ছিলেন, কেবল সুচেতা প্রচ্ছন্ন ভাবে কাল যাপনে প্রবৃত্ত থাকিলেন। অগ্রজ ভ্রাতৃত্রয়ের ধন যশ ও দাতৃত্ব শক্তি ক্রমশঃ যথোক্ত রূপে প্রসিদ্ধ হইল অপর সুচেতার স্বভাব ও চরিত্র বিষয়ে পৌরজন সমাজে নানা প্রকার এক বিতর্ক হইতে লাগিল, কাঞ্চনপ্রিয় নরলোকের প্রশংসাপাত্র হইলেও তাহার প্রশংসাবাদক চাটুকি কারক এক দল ছিল। কথিত আছে যে নির্ব্বাসন কাল যত নিকটবর্ত্তি হইয়াছিল সুচেতার উপাসকের সংখ্যা ক্রমশঃ ততই বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু রাজা চন্দ্রকেতুর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে কেহ নির্ব্বাসন বিধির উল্লেখ করিত না. তাহার কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ অধীশ্বর পুনঃ২ সাবধান করিলেও পুরবাসিগণের অধিকাংশ ঐ নগরকে আপনারদের নিত্য আশ্রম জ্ঞান করিত, তাহাদের বুদ্ধি যেন ভ্রমরূপ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল সুতরাং চিন্তাশক্তি নগরীর সীমা উত্তীর্ণ হয় নাই।

কাঞ্চনপ্রিয় বহুদিবস পর্য্যন্ত ঐ নগরীতে বাস করিতে পাইয়াছিলেন কিন্তু কাল সহকারে তাঁহার কেবল দাসত্বের ভার গুরুতর

হইয়াছিল। তিনি একদা গুরুতর স্বর্ণ রাশির ভারাক্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করত পূর্ব্বোক্ত নিস্তব্ধ প্রান্তরে গমন করিতেছিলেন এমত সময়ে সেই বৃদ্ধপুরুষ আসিয়া পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ক্লান্ত বণিকের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া স্নেহ পূর্ব্বক পরিহাস করত তাঁহার ভার হরণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ বৃদ্ধ পুরুষকে দেখিয়া কাঞ্চনপ্রিয়ের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। পরে তিনি মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন যে এই বৃদ্ধ পুরুষ পূর্ব্ব দৃষ্ট দুঃস্বপ্নের ছায়া মাত্র কিন্তু পরে কম্পিত কলেবর হওয়াতে তাঁহার মুখ পাণ্ডু বর্ণ হইয়া গেল এবং অন্তঃকরণের মধ্যে জড়তা উপস্থিত হইল তাহাতে নিশ্চয় বুঝিলেন যে এই বৃদ্ধপুরুষ ছায়া মাত্র নহে প্রকৃত শরীরী হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছেন সুতরাং কি অভি-প্রায়ে আগমন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ রহিল না।

অবশেষে অত্যন্ত শঙ্কাকুল প্রযুক্ত নিজ বাক্যের অর্থাবধারণে অসমর্থ হইয়া বৃদ্ধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "হে অপরিচিত পুরুষ, যদি আপনি নির্দ্দোষ বিধির আদেশ আনিয়া থাকেন তবে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করুন। এই নগরী মধ্যে আমার বহুতর ধন সম্পত্তি আছে উষ্ট্র গর্দ্দভাদি পশুর পৃষ্ঠে তাহা সংগ্রহ করি এবং আমার ভৃত্যগণকে স্বর্ণ রাশি লইয়া সমভিব্যাহারী হওনার্থ প্রস্তুত করি, আপনি কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্যাব-লম্বন করুন, আমি ত্বরায় গমন করিব"।

সেই অপরিচিত পুরুষ ইহা শুনিয়া যে উত্তর করিলেন তাহাতে কাঞ্চনপ্রিয়ের হৃৎপদ্ম হিমাক্ত হইয়া গেল। তিনি কহিলেন "হে বণিক্ এসকল কি অনর্থক কথা! তুমি জান যে আমার সহিত যাহারা গমন করে তাহারদিগকে একাকী প্রস্থান করিতে হয়। উষ্ট্র ও গর্দ্দভ এবং রৌপ্য ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি তোমার সঙ্গে যাইতে পারিবেক না তুমি পূর্ব্বে যে স্বর্ণ রাশি সর্ব্বোৎকৃষ্ট

করিয়াছ তাহাই এক্ষণে তোমার আপনার হইবে, নগরীতে যাহা
অবশিষ্ট আছে তাহাতে বঞ্চিত হইলা"।

দর্পণ মধ্যে যে কায়া দৃষ্ট হইয়াছিল তাহা তখন কাঞ্চন-
প্রিয়ের স্মরণে আসিল এবং রাজ ভবনে অর্থ প্রেরণের কথা
কেবল স্বপ্ন মাত্র বোধ হইল কেননা তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত
পরিশ্রম করিয়া যে ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন
তাহা সকলি ঐ অদ্ভুত স্বর্ণাকরে রাশীকৃত ছিল। তিনি সম্পূর্ণ
দিবস গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন সমুদয় ধনই আছে একটী
মুদ্রাও অন্যথা হয় নাই। কাঞ্চনপ্রিয় এই সকল চিন্তা করিয়া
বৃদ্ধের প্রতি বিনীতান্তঃকরণে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন কিন্তু বৃদ্ধ
একাকী নহেন ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে নেত্রপাত
করিলেন কেননা বৃদ্ধের চারিদিক ভয়ানক অনুচর অসিত ছায়ার
ন্যায় তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টন করিয়াছিল, তাহাদের হস্তে এক২
লৌহ দণ্ড ছিল এবং তাহারা কাঞ্চনপ্রিয়কে নগরের সহিত অন্ধকারে
নিক্ষেপিত করিতে উদ্যত হইয়া যেন ঐ দণ্ড ঊর্দ্ধে বিস্তারিত করি-
তেছিল।

কাঞ্চনপ্রিয় অবশেষে অত্যন্ত দুঃখ এবং ভয়ে কাতর হইয়া
এই উক্তি করিতে লাগিলেন "হে অপরিচিত পুরুষ, আহা!
আমি অদ্য পর্য্যন্ত তোমার উপদেশ উপেক্ষা করিয়াছিলাম।
আমার সমুদয় অর্থ এখনও নগরী মধ্যে আছে, তুমিও অর্থা-
ধরের একজন দূত বট, অতএব আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া
শীঘ্র ঐ অর্থ রাজভবনে লইয়া চল"।

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "তুমি অসাধ্য সাধনের প্রার্থনা করিতেছ।
আমি অধীশ্বরের দূত বটি কিন্তু রাজভবনে অর্থ বহন করিতে
আমার সামর্থ্য নাই এবং আমার সংস্পর্শে বস্তু মাত্রই বিকার
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দীন দুঃখি দুর্ব্বল ব্যক্তিদের প্রতি এই অর্থ
বহনের ভার অর্পিত হইয়াছে তাহারা পূর্ব্বে তোমার নিকট
উপস্থিত হইয়াছিল তুমি তাহারদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় না

শনৈঃ শনৈঃ পাদ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তিকাম তাঁহাকে দর্শন করিবার অগ্রে তিনি তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহাতে পারিষদগণের মুখ ম্লান হওয়াতে কীর্ত্তিকাম প্রথমতঃ আপন নির্ব্বাসন দিবস উপস্থিতির বিষয়ে চেতনা প্রাপ্ত হইলেন ।

তিনি বৃদ্ধপুরুষের উপস্থিতির বিষয়ে চেতনা পাইবা মাত্র নির্ভয়ে তাঁহার সম্মুখস্থ হইয়া এই রূপ বাগ্‌যুদ্ধ করিতে লাগিলেন "হে অপরিচিত পুরুষ, আমাকে বৃথা আহ্বান করিতে আসিয়াছ, রমণীয় নগরীতে বাস করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই. জগতের মধ্যে আমি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছি এই স্থানেই নিত্য নিবাস করিব"। পারিষদ লোক সমূহ তাঁহার বাক্য শুনিয়া সাধুবাদ করিতে লাগিল কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে কোন বাক্য প্রয়োগ না করিয়া নিস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিলেন এবং তাহার উপর স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন তাহাতে কীর্ত্তিকামের মনোমধ্যে চিত্ত আকুল হইল ও সগর্ব্ব বাক্য ক্রমশঃ অবসন্ন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল অতএব তিনি ঐ অদ্ভুত বৃদ্ধ মুখ সন্দর্শনে বিরত হইয়া আপন মনো মন্দিরাভিমুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মনঃস্থির করিবার বাসনা করিলেন কিন্তু তখন ঐ মন্দির যেন ঘোর কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইল এবং দূর হইতে বোধ হইল যেন তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে পূর্ব্বোক্ত ভূমিতে যে দাবানার তমোময়ী ছায়া পতিত হইয়াছিল তাহা হইতে ঐ অট্টালিকা প্রভেদ করা অসাধ্য হইল।

অনন্তর বৃদ্ধ মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া কহিলেন "হে বণিক্ সততই এই রূপ ঘটনা হইয়া থাকে। আমার গমনে নগরস্থ সকল বস্তুই ছায়া রূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তুমি এই কাচ যন্ত্র গ্রহণ কর, ইহারদ্বারা দর্শন করিলে তোমার নির্ম্মিত মন্দির স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইবে" এই কথা কহিয়া কাচ যন্ত্র প্রদান করিলেন। কীর্ত্তিকাম সহসা তাহা গ্রহণ করিয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত

আমি তাহা নিতান্ত উপেক্ষা করি নাই, আমার ধন অট্টালিকার নীচে প্রোথিত হয় নাই, বরং আমি তাহা সম্যক্‌ প্রকারে বিতরণ করিয়াছি অপর আমার অর্থ কোন্‌ ২ স্থানে গিয়াছে তাহাও আমি জানি না, কিয়দংশ নগরীর মধ্যে থাকিতে পারে বটে কিন্তু অপরাংশ অবশ্যই প্রাচীরের বহিস্থ হইয়াছে। রাজদূতগণ যদি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে তবে অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় তাহারাও আমার অর্থের অংশ পাইয়াছে কেননা আমি জ্ঞাতসারে কাহাকেও বঞ্চিত করি নাই। অতএব রাজসদনে আমার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত আছে সুতরাং রমণীয় নগরীর পুরদ্বার আমার প্রতি নিরুদ্ধ হইবে না এই সংবাদ প্রচার করিয়া আমার চিত্ত রঞ্জন কর"।

বৃদ্ধ তৎশ্রবণানন্তর সেই মন্দিরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তর করিলেন, "হে কীর্ত্তিকাম তোমার ধন রাশির ঐ মাত্র চিহ্ন আছে। যাহারা তোমার নিকট বেতন কিম্বা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারা তাহা ঐ অট্টালিকার তলে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তুমি ঐ স্থান তাহারদের গন্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলা। অপর রাজদূতগণ অন্যান্য ব্যক্তির সমভিব্যাহারে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু তুমি তাহারদের পরিচয় লও নাই, বরঞ্চ তাহারা দুর্ব্বল এবং নিরাশ্রয় হইলেও তাহারদিগকে আপন ২ সাধ্যাতীত মর্ম্মরাদি গুরুতর পাষাণ বাহক করিয়াছিলা তাহাতে অনেকে পাষাণের ভারে তনু ত্যাগ করিয়াছে এবং প্রাসাদের উপরি ভাগ হইতে প্রস্তর পতিত হওয়াতে কেহ ২ অঙ্গ হীন অথবা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহারদের কাতরোক্তি ও বিলাপ তোমার কর্ণ গত হয় নাই কেননা মন্দির নির্ম্মাণের কলরবে তাহারদের ক্রন্দন শব্দ বিলীন হইয়াছিল কিন্তু রাজদূতগণের আর্ত্তনাদ বায়ু যোগে রাজ ভবনে প্রচার হয় সেখানে সকলেই তাহা শ্রবণ করিয়া স্মরণে রাখে।

কীর্ত্তিকাম উত্তর করিতে উদ্যত হইলেও বাক্য প্রয়োগ করিবার সময় পাইলেন না, অপরিচিত পুরুষ শীতল হস্তে তাঁহাকে স্পর্শ করাতে অসিতবর্ণ অনুচরগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার পরিচ্ছদাদি উৎপাটন করিয়া প্রহার করিতে২ নগর হইতে বহিষ্কৃত করিল। কীর্ত্তিকামের এই আকস্মিক প্রয়াণ দেখিয়াও অনেকে বিলাপ করে নাই কেননা কেহই তাঁহার অনুরাগ করিত না কেবল তাঁহার স্তাবক পারিষদেরা তাঁহার লোহিত পরিচ্ছদ একত্র করিয়া মন্দিরের তলে স্থাপন করিল তাহাতে কিয়ৎ কালের মধ্যেই কীট পতঙ্গে সে পরিচ্ছদ জীর্ণ করিয়া ফেলিল, সুতরাং কেবল ঐ মন্দির বহুকাল পর্য্যন্ত অসার স্মরণ চিহ্ন রূপে রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুদর্শন অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয়কে উক্ত প্রকারে নির্বাসন নিমিত্ত অগ্রগামী হইতে দেখিয়া তাহাদের দুর্গতির প্রসঙ্গে নানা প্রকার বাগাড়ম্বর করিতে লাগিলেন এবং আপনার বিষয়ে কহিলেন "আমি বহু কালাবধি যাত্রা করিতে প্রস্তুত আছি। আমার সকল ধন সম্পত্তি রাজভবনে প্রেরিত হইয়াছে কখন তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইব এক্ষণে আমার কেবল এই চিন্তা"। অপর তিনি এখনও রাজাজ্ঞা বাহক অনেক বিলম্ব করিতেছে বলিয়া বন্ধুবর্গের নিকট আক্ষেপ করিতেন এবং কহিতেন "আমি তাঁহার পাদোপাদের ধ্বনি শ্রবণার্থ কর্ণপাত করিয়া আছি, উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিব"।

অনন্তর ঐ অপরিচিত ব্যক্তি বহুকাল বিলম্ব করিয়া অবশেষে উপস্থিত হইলেন তাঁহাকে সুদর্শন যেরূপ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহার বিপরীত ঘটনা হইল। তিনি আপনি সাহস করিতে উদ্যম করিলেও তাঁহার মনোমধ্যে ভয়ের সঞ্চার হইল। যেমন প্রথমতঃ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বিচিত্র দ্রব্যাদি তমোময় হইয়া গেল ও তাহা দেখিয়া নানা প্রকার সংশয় উৎপত্তি হওয়াতে হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। অপর ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে যে মনোহর ভাবোদয় হইয়াছিল তাহারও অনেক রূপান্তর হইল। কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইলে যদ্রূপ পদার্থ বিশেষের বৈলক্ষণ্য হয় সেইরূপ অস্থির গতিতে তিনি দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং সাহস করিয়া তাঁহার প্রতি স্বাগত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন কিন্তু দূত কি প্রত্যুত্তর করিবেন তদ্বিষয়ক চিন্তাতে তাঁহার স্বর বৈলক্ষণ্য হইল।

তিনি কহিলেন "আপনি শেষে উপস্থিত হইলেন, এত বিলম্ব হওনের হেতু কি? পুনঃ২ প্রেরিত দূত শ্রেণী দ্বারা কি আপনার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল? তাহারা আমার রজত কাঞ্চন রত্ন ও অন্যান্য পণ্য দ্রব্য লইয়া আপনার ন্যায় অধীশ্বরের নিকট গমন করিয়াছে; তাহাতে রাজসদনে আমার নিমিত্ত বিপুল অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে অতএব আইস সেস্থানে অচিরে গমন করি"।

পরন্তু বৃদ্ধ কোন উত্তর না করিয়া এক দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলেন। পরে তাঁহাদের উভয়ের মধ্য স্থলে যেন কোন ভয়ানক পদার্থের উদয় হইল ও তাহার ছায়া যেন সুদর্শনের মনকে তিমিরাবৃত করিল; সুদর্শন তাঁর সমুক আশঙ্কা ও দুর্ভাবনা দূর করিতে যত্ন করিলেন কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল বরং বীচি তরঙ্গের ন্যায় ঐ দুর্ভাবনার আন্দোলন হইতে লাগিল। অতএব তিনি অবশেষে অভিভূত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা নিরুৎসাহ হওত বৃদ্ধের নিকট এই বাক্য কহিলেন "হে অপরিচিত পুরুষ, আমার মনোমধ্যে কি নিমিত্ত ভয়োদ্রেক হইতেছে। আপনার আগমন কাল আমি শুভক্ষণ বলিয়া প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম, আপনি আমার নিমিত্ত যেং [illegible] সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা কোথায়? আপনি এমত মনে করিবেন না যে কীটকাম ও অজ্ঞানপ্রিয়ের ন্যায় আমি আপনার উপদেশ অবজ্ঞা করিয়াছি। আমি রাজদূতগণের মধ্যে রাশীকৃত স্বর্ণ বিতরণ করিয়াছি, তাহারা প্রতি সপ্তাহে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আমার দ্বার হইতে গমন করিয়াছে অতএব রাজভবনে সুদর্শনের নামে চিহ্নিত রাশিং কাঞ্চন এবং বাণিজ্য দ্রব্য আপনি অবশ্য দর্শন করিয়া থাকিবেন"।

বৃদ্ধ ইহাতে যে উত্তর করিলেন বোধ হয় তাহা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই সুদর্শন স্বয়ং অনুভব করিলেন ফলতঃ আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি মনে অনুমান করিলেন যথা।

"হে বণিক্ তুমি যে নগরীতে বাস কর সে স্থান হইতে অধীশ্বরের আলয় অতি দূর, সেখানে গমন করাও দুষ্কর, তুমি২ দূত বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া নিরাপদে তথায় উপনীত হইয়াছেন বটে কিন্তু তাহারদের কাঞ্চনাদি দ্রব্যের আধারোপরি কেবল এক ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত আছে অতএব তোমার অর্থাধারের উপর যদি সুদর্শন নাম লিখিত থাকে তবে তাহা পথিমধ্যে হৃত হইয়া থাকিবে";

ঐ হতভাগ্য ব্যক্তি তখন অত্যন্ত দুঃখার্দ্র হইয়া কহিল "কি হৃত হইয়াছে! একথা অসম্ভব! আমি দূত২ লোককে সতত প্রেরণ করিয়াছি অবশ্য তাহারদের কিয়দংশও রাজগৃহে পঁহুছিয়া থাকিবে যদিস্যাৎ না পঁহুছিয়া থাকে তথাপি নগরের সকল লোক সাক্ষ্য দিবেক যে আমার দোষ নাই আমি তাহারদিগকে বস্তুতঃ প্রেরণ করিয়াছি। তাহারদের সাধুবাদে নভোমণ্ডল নিনাদ হইয়াছিল এবং দূরে অদূরে সর্ব্বত্র এইরূপ ধ্বনি হইয়াছিল যে সুদর্শন অধীশ্বর ভবনে এই অর্থ প্রেরণ করিতেছেন"।

বৃদ্ধ প্রত্যুত্তর করিলেন "এ প্রকার ধ্বনি রাজভবন পর্য্যন্ত কখন গমন করে না, নগরীয় কোলাহলে তাহা বিলীন হইয়া যায় অথবা কেবল রাজ শত্রুগণের কর্ণগত হয়। হে সুদর্শন, তুমি দক্ষ ব্যবসায়ী হইয়া ইহাও কি জান না যে সংগোপনে অর্থ প্রেরণ করিলেই কুশলে পঁহুছে? তোমার ঘরের নিকটস্থ কোন অট্টালিকাতে অর্থ প্রেরণ করিতে হইলে প্রথমতঃ কি তাহা দ্বারের সম্মুখে বিস্তার করিয়া থাক অথবা বাহকগণকে কি পথিমধ্যে সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতে আদেশ কর? যদি এইরূপ আদেশ কর তবে তস্কর ও দস্যুগণ তাহা অপহরণ করিলে সে দোষ তোমাতেই বর্ত্তিবে।

অনন্তর সুদর্শন নিরুত্তর হইয়া মৃদুস্বরে এই মাত্র কহিলেন "রাজ সৈন্য পথিমধ্যে অবশ্য দূতগণকে তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকিবে।

ইহাতে বৃদ্ধ উগ্রস্বরে উত্তর করিলেন "হে সুদর্শন, তো-

মার অর্থের কি গতি হইয়াছে তাহা শ্রবণ কর, এই নগরীতে দম্ভ নামে এক মায়াবী বাস করে সে অধীশ্বরের শত্রু, তৎকর্তৃক প্রেরিত বন্দী দূত সমূহকে তোমার দ্বারে আহ্বান করিয়াছিল তাহার তূর্য্যধ্বনিতে নির্ম্মল রজত কাঞ্চন বিবর্ণ হইয়া পিত্তল প্রভৃতি কৃত্রিমোজ্জ্বল অসার ধাতুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি বস্তুতঃ অতি সামান্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলা, তাহাও অভিপ্রেত স্থানে পঁহুছে নাই. উক্ত মায়াবী মায়া চক্র দ্বারা দূত সমূহের পদ বঞ্চিত করাতে তাহারা ক্রমশঃ এক আবর্ত্ত মণ্ডলেই ভ্রমণ করিয়াছিল অভিপ্রেত স্থানাভিমুখে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে নাই।

এই কথা শ্রবণানন্তর সুদর্শনের মনে ভয়ানক ভাবান্তর হইল। রজনীযোগে স্বপ্নাবস্থায় তিনি যে লোক শ্রেণীকে নগরের মধ্যে ভ্রমণ করিতে দর্শন করিয়াছিলেন এইক্ষণে তদ্বিষয়ের স্মরণ হইল, তাহারা কখন দূরস্থ উচ্চ চূড়ার দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হয় নাই এবং তিনিও কখন নগরের বাহিরে তাহাদের গমন দর্শন করিতে বাসনা করেন নাই। হায় সুদর্শন স্বপ্নাবস্থায় মায়াবী কর্ত্তৃক বিস্তারিত দর্পণে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাই কি তাঁহার দূত গণের যথার্থ অবস্থা হইল! এই সকল ভাবনায় তাঁহার মস্তক ঘূর্ণায়মান এবং হৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল তথাপি অধীশ্বরের নিকট পুরস্কারের পাত্র হওনার্থ পুনর্বার বাক্য প্রয়োগ করিতে নিবৃত্ত হইলেন না তিনি কহিলেন আমি নির্ম্মল কাঞ্চন সমর্পণ করিয়াছিলাম যদিও তাহা পরে বিকৃত হওত মূল্যহীন হইয়া থাকে তথাচ সম্প্রদান কালে তাহার যথার্থ মূল্য ছিল। সেই অর্থের বিনিময়ে যদি রাজভবনে অংশ লাভ না হইল তবে ন্যায় মতে তাহা আমাকে পুনঃ প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়। কাঞ্চনপ্রিয় আপন ধন সম্পত্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কীর্ত্তিকাম তদ্দ্বারা যশোমন্দির নির্ম্মাণ করেন, কেবল আমার অর্থ নিরর্থক ব্যয় হইল তদ্দ্বারা নগরী মধ্যে অথবা বাহিরে আমার কোন উপকার দর্শিল না।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "হে বণিক্ তুমি বিলক্ষণ রূপে জান পূর্ব্বেই তোমার যথার্থ পুরস্কার লাভ হইয়াছে, কেননা পরোপকারিগণের সাধুবাদ তোমার পাদুকাতে স্বর্ণ বৃষ্টির ন্যায় পতিত হইয়াছিল ও তাহারদের কৃতজ্ঞতা এবং অনুরাগ তোমার পক্ষে বহুমূল্য রত্নের ন্যায় হইয়াছিল সুতরাং তুমি যত অর্থ দান করিয়াছিলা তাহা এইরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছ অতএব তুমিও কাঞ্চনপ্রিয়ের ন্যায় বাণিজ্য ব্যবসায়ে ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছ ও কীর্ত্তিকামের ন্যায় তোমার ও যশোমন্দির নগরীর মধ্যেই নির্ম্মিত হইয়াছে। যদিও তোমার মন্দির স্বহস্তে নির্ম্মিত না হইয়া থাকে, তথাচ প্রত্যহ নির্জনে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিরীক্ষণ করত তদ্বৃদ্ধি সূচক ধন্যবাদ ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলা। ও তোমার মনোমধ্যে এরূপ ভ্রম হইয়াছিল যে রাজভবনের নিকটস্থ স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ হইতেছে কিন্তু যে মায়াবী তোমার নিকট বর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছিল সেই ঐ রূপ মিথ্যা জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দেয়! যে ব্যক্তি তোমার চক্ষুর্দ্বয় কুজ্ঝটিকাবৃত প্রায় করিয়াছিল তাহাতে নিকটস্থ পদার্থে তোমার দূরতা ভান হইয়াছে বস্তুতঃ নগরীর সীমান্তে কখন তোমার দৃষ্টিপাত হয় নাই তুমি কেবল নগর মধ্যস্থিত দ্রব্যাদির নিমিত্ত সতত ব্যগ্র ছিলা সুতরাং নগর মধ্যেই তোমার অর্থ রাশি ও গৃহাদি পড়িয়া রহিল"।

পরে বৃদ্ধের লৌহ দণ্ডধারি অনুচরগণ সুদর্শনকে ধৃত করিয়া তাঁহার পরিচ্ছদাদি হরণ করিল এবং তিনিও গহন কাননে তাড়িত হইলেন কিন্তু যাহারা তাঁহার প্রয়াণ দর্শন করিয়াছিল তাহারা উক্ত লৌহ দণ্ড দেখিতে পায় নাই এবং যে ভয়ানক শব্দে তাঁহার প্রতি নির্ব্বাসন বিধি প্রচার হইয়াছিল তাহাও শ্রবণ করে নাই সুতরাং তাঁহার প্রয়াণের পরেও তাঁহার দূত শ্রেণী নগরীয় রাজমার্গে গমনাগমন করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বোক্ত প্রবঞ্চক বন্দী চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিল যে সেই সুখী সুদর্শন প্রয়াণানন্তর রমণীয় নগরীর মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপনার সমুদয় অর্থ সেখানে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

অগ্রজ বণিক্ অন্নের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছিল কিন্তু এতক্ষণ-মানন্দর সুচেতার ক্ষুদ্র কুটীর বর্ণন করিলে চিত্তের সন্তোষ হইবে। আত্মবর্গের প্রয়াণে সুচেতা বিষন্ন চিত্তে রোদন করিয়াছিলেন কিন্তু সুদর্শনের ন্যায় বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক স্নেহ প্রকাশ করেন নাই এবং আপনি যাত্রা করিতে প্রস্তুত বলিয়াও দম্ভ করেন নাই কেবল বিরলে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেন এবং মনে রাজভবনে গমন করিবার প্রত্যাশায় থাকিতেন। তিনি অনুক্ষণ রাজাজ্ঞাবাহক অপরিচিত ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করত নিজ কুটীর সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেন বস্তুতঃ প্রয়াণ কালের নিমিত্ত সর্ব্বদা এমত প্রস্তুত থাকিতেন যে অপরিচিত পুরুষের সমক্ষেই যেন কাল হরণ করিতেছেন। তথাপি রাজাজ্ঞাবাহক উপস্থিত হইতে মনে এমত জ্ঞান জন্মিল যে হৃদয়ের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ভাবান্তর হইয়াছে।

ঐ সময়ে তিনি প্রদোষ কালের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে স্বীয় চিত্ত রঞ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহ কেবল শরৎ কালীন কুসুম বিশিষ্ট এক পুষ্পাধারে শোভিত ছিল তাহার এক পার্শ্বে একটী সামান্য দীপ জ্বলিত তাহাতে অত্যল্প জ্যোতিঃ নির্গত হইত তথাপি তিনি একাকি কিম্বা অন্ধকারাবৃত অথবা দরিদ্রভাবে থাকিতেন না যেহেতু সায়ংকাল উপস্থিত হইবা মাত্র গৃহ দ্বার মুক্তাফলে বিরাজমান হইত এবং পক্ষিগণের রব তুল্য সুমধুর বাদ্য তাঁহার কর্ণগোচর হইত, অপর বিচিত্র শুভ্র আলোকে গৃহ উজ্জ্বল করিত এই সকল শুভদ্রব্য অবলোকন করাতে তাঁহার অন্তঃকরণে কৃতজ্ঞতার ভাবোদয় হইল এবং ইহার অব্যবহিত পরেই সহসা মনোমধ্যে দুঃখ ও ক্ষুদ্রের উদ্রেক হইলে বোধ হইল যেন গৃহের ভিত্তি এক রকম ছায়াতে ব্যাপ্ত হইতেছে। ঐ ছায়া যে২ বস্তুর উপর পতিত হইল তাহা তৎক্ষণাৎ রূপান্তর হইয়া গেল এবং প্রদীপের জ্যোতিঃ পূর্ব্বাপেক্ষা মলিন হইল আর শরৎপুষ্প শুষ্ক হইয়া পড়িল। এই সকল পূর্ব্ব লক্ষণ নয়ন গোচর না

হইলেও সুচেতার মনে এমত প্রতীতি হইত যে দর্পণ মধ্যে আদৌ যে মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাই পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ঐ ছায়ার প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল এবং তাঁহার মানসিক ভাবের বিকৃতি হইল তাহাতে অবশেষে অচৈতন্যপ্রায় হইয়া মৃত্তিকাতে পতিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মীলন করাতে দেখিলেন যে সেই বৃদ্ধ পুরুষ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন তাঁহার সমভিব্যাহারে কোন বিকটমূর্ত্তি অনুচর নাই কেবল হস্তে এক দর্পণ রহিয়াছে ঐ দর্পণের নিম্নভাগে এই লেখা আছে যথা "ইহা অতীত কালের প্রতিবিম্ব"। সুচেতাঃ তাহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাঁহার মনে ভয়োদ্রেক হইল না কেননা যে সকল বিষয় তদ্দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইল তদ্দর্শনে বহু কালাবধি তাঁহার অভ্যাস ছিল। ক্রমে ২ দর্পণোপরি ছায়ারূপী মূর্ত্তির গতিবিধি হইতে লাগিল কিন্তু সে সকল রাজদূত গণের প্রতিবিম্ব মাত্র, তদ্দর্শনে সুচেতার নয়ন যুগল ক্ষণ-কালের নিমিত্ত স্থির থাকিল না কেননা সেই ছায়া প্রকাশ হইবা মাত্র তিনি রাজ ভবন ও রমণীয় নগরীর চিন্তায় সমাহিত হইলেন।

অবশেষে বৃদ্ধ পুরুষ তাঁহাকে এই বাক্য কহিলেন "হে বণিক কি ঘটনা! আমার উপস্থিতিতে ধন সম্পত্ত্যাদির কিছু মাত্র হয় না কিন্তু তোমার গৃহে তাহা হইল না, আমি তোমার দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম অমূল্য মুক্তাফল ভূমিতে বিকীর্ণ আছে, ঐ সকল মুক্তা এই নগরী সংক্রান্ত সম্পত্তি নহে যেহেতু আমার দর্শনে তাহা মলিন না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইল"। ইহাতে সুচেতাঃ উত্তর করিলেন "আমি এবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এ সকল মুক্তা জগৎ প্রসূত নহে, ইহা যথার্থ বটে, কেননা আমার পিতার যে বিপুল অর্থ ছিল তৎসমুদয় একত্র করিলেও তাহার একটীর মূল্য হয় না, এসকল পূর্ব্বোক্ত মুক্তার

সদৃশ। আমিও এতসমস্তকে অর্থীশ্বরের দত্ত দ্রব্য জ্ঞান করিয়া থাকি কিন্তু কোন্ ব্যক্তি আমার গৃহ দ্বারে এই মুক্তা বৃষ্টি করিয়াছে আমি তাহা অবগত নহি"।

তাঁহার বচন সমাপ্ত না হইতেই দর্পণ মধ্যে এক ছায়াময়ী মূর্ত্তির সঞ্চালন হইতে লাগিল ও তাহা হইতে অশরীরিণী এই বাণী নির্গত হইল "আমি পতিহীনা অনাথা দরিদ্র অবস্থা-প্রযুক্ত রাজদূত শ্রেণীমধ্যে গণিত ছিলাম, একদা কাঞ্চনপ্রিয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে গমন করিয়াছিলাম তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন তাঁহার ধনে তাঁহারই স্বত্ব আছে, পরে সুচেতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম তাহাতে তিনি নানা প্রকার সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করত আমার দুঃখ মোচন করিয়া কহিয়াছিলেন "তুমি অবাধে আমার অর্থ গ্রহণ কর কেননা অর্থীশ্বর তোমার উপকারার্থ আমার হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়াছেন"। অপর সুচেতার নিকট বিদায় লইবার কালে আমা[illegible] কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ ভাবে পূর্ণ হওয়াতে আমার চক্ষু দ্বয় হইতে অশ্রু নিঃসরণ হইয়াছিল অর্থীশ্বর সেই অশ্রুর প্রত্যেক বিন্দু মুক্তাফল করিয়াছেন তাহা অদ্যাবধি সুচেতার গৃহ দ্বারে দী[illegible] পাইতেছে"।

অনন্তর বৃদ্ধ কহিলেন "এ বিচিত্র সুমধুর ধ্বনি কোথা হই[illegible] নির্গত হইতেছে! আমি নিশ্চয় জানি এ নগরীস্থ কোন বাদ্যে এরূপ বাদ্য শক্তি নাই, আমার সন্নিকর্ষে অত্যন্ত বীণা স[illegible] বিকৃত হইয়া যায় এবং তদ্রূপ সুমধুর রবও একেকালে কর্কশ তানহীন হয়। কিন্তু অধুনা যে বাদ্য আমার কর্ণগত হইতে[illegible] ইহার মোহন শক্তি আছে। আমার আগমনে ইহার ধ্বনিতে [illegible] হ্রস্ব না হইয়া অধিক উৎকর্ষ হইতেছে এবং আমার আপ[illegible] বাক্যও তৎসহকারে মধুর হইতেছে"।

সুচেতাঃ উত্তর করিলেন "আমি এবিষয়ে অবগত, এ [illegible] ইহা সত্য বটে যে এ সঙ্গীতের মোহন শক্তি আছে কারণ ই[illegible]

মাধুর্য্য চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং তাঁহা জনতানুগ এই নগরের কোলাহল অতিক্রমণ করিয়া সতত আমার চিত্ত রঞ্জন করে। ইঁহার মধুরতা শক্তিতে সর্বপ্রকার মানসিক উদ্বেগ দূর হইয়া চিত্ত-শান্তি হয় এবং এস্থলে দিনং যে সকল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমার ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় নাই কিন্তু এই সুর ধ্বনি আমার আপন গৃহ মধ্যে থাকাতে তৎশ্রবণে আমি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছি বটে তথাচ আমার এমত বোধ হইতেছে ইহা কোন দূরদেশীয় মধুরতর সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি মাত্র।

অনন্তর দর্পণ হইতে পুনর্বার এক শব্দ নির্গত হইল তাহাতে বোধ হইল যেন অর্দ্ধস্ফুট মৃদু ভাষাতে এইরূপ বাক্য উক্ত হইতেছে যথা "আমি বাল্য কালে পিতৃ মাতৃ হীন হওয়াতে অসহায় এবং অনাথ প্রযুক্ত রাজদূত শ্রেণী মধ্যে গণিত ছিলাম। এক কার্ডিনালের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তিনি আমাকে এক প্রকাণ্ড শিলা খণ্ড উত্তোলন করিতে আদেশ করিলেন কিন্তু আমার দুর্বল হস্ত দ্বারা সে কর্ম্ম সাধ্য না হওয়াতে তাহার ভৃত্যবর্গ আমাকে দূরীকৃত করত কহিলেক ধর্ম্মমন্দিরে ক্ষুদ্র শিশুগণের উপযুক্ত স্থান নাই। পরে অর্থীয় স্বচেতার নিকট উপস্থিত হইলাম তিনি আমাকে অন্ন বসন প্রদান করিয়া কহিলেন "যে বাটীতে আমি বাস করি তাহা পিতৃ মাতৃ হীন শিশুর আশ্রয়ের নিমিত্তই আমার হস্তগত হইয়াছে"। অনন্তর স্বচেতা আমাকে যে খাদ্যাদি প্রদান করিলেন আমি তাহা লইয়া প্রত্যহ প্রাতঃ কালে সায়ং কালে অধীশ্বরের নিকট গোপনে গমন করিতাম। অধীশ্বর আমার প্রতি এই আদেশ করিতেন এই সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞতা ও প্রণয় রসে উৎফুল্ল সরল হৃদয় তাঁহাকে সমর্পণ কর এবং আমার বিনম্র দৃষ্টি ও উক্তি তাঁহার বাটীতে নিত্য পরিদৃশ্যমান হয় এবং এইক্ষণেও গৃহ মধ্যে সেই স্বচ্ছ স্বর আপনাদের গোচর হইতেছে"।

পরে বৃদ্ধ কহিলেন "হে সুচেতাঃ, জ্যোতিঃ প্রবাহ কোথা হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক জ্যোতির্ম্ময় করিতেছে এ আলোক জগৎপ্রেরক নহে, যেহেতু যামিনীর অসিত পরিচ্ছদে একক্ষণে সরণস্থ সকল বর্ণই আবৃত হইয়াছে যদিও এখানে তাহা না হইয়া থাকে তথাপি আমার আগমনের প্রাক্কালে সর্ব্বস্থান অন্ধ-ঝটিকা ও তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া যায়। দেখ আমার ছায়া স্পর্শে তোমার হস্তস্থ প্রদীপ ম্লান হইয়া এইক্ষণে নির্ব্বাণ হইয়াছে। অতএব তোমার গৃহে কি কারণ চিরবিরাজিত দিন রহিয়াছে"।

এই সময়ে সুচেতাঃ ক্রমশঃ তন্দ্রাভিভূত হইতে লাগিলেন তাঁহার নয়ন যুগল নিমীলিত এবং স্বর অস্পষ্ট হইয়াছিল তথাপি মধুর স্বরে সেনে এই উত্তর করিলেন যথা "হে অপরিচিত পুরুষ, আমি এ বিষয়েও অনভিজ্ঞ, এই আলোকের রশ্মি পূর্ব্বাবধি আমার উপর পতিত হইয়াছে একক্ষণে আমি মুদ্রিত নয়নে আর দর্শন পাই না কিন্তু আমার মনোমধ্যে হৃদয়স্থিত জ্যোতিঃ প্রবাহের-ন্যায় অনুভূত হইতেছে, ইহা বস্তুতঃ সত্য হউক অথবা স্বপ্ন কল্পিত হউক, কিন্তু আমার চিরকাল অনুভূত হইতেছে, তথাপি কোন্ স্থান হইতে নির্গত হইতেছে তাহা জানি না"।

অনন্তর দর্পণ মধ্যে আর এক ছায়াময়ী মূর্ত্তি সঞ্চারিত হওয়াতে তৃতীয় বার এক শব্দ হইল যথা "আমি পূর্ব্বে বহু ধনাধিকারী থাকিয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতাম কিন্তু অনেক দিবস পর্য্যন্ত পীড়াগ্রস্ত থাকাতে দরিদ্র ও দুঃখী হইয়া ছিলাম তাহাতে সুদর্শনের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দ্বারে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম কিন্তু জনতার সমারোহ ও তূরীর ধ্বনি প্রযুক্ত ভয় লজ্জাতে সঙ্কুচিত হইলাম এবং নীরব হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনার নিকেতনে প্রত্যাগমন করিলাম পরে সুচেতাঃ অন্বেষণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হওত আমার শুশ্রূষা করিলেন এবং আমার দারিদ্র্য দূর করিয়া কহিলেন "তোমার ভয় নাই, অধম জনের প্রার্থনা ও মনআকাঙ্ক্ষা স্বরূপ ধন প্রচুর আছে"। অনন্তর আমি কৃতজ্ঞ

প্রকাশ করাতে তিনি কহিলেন ঐ অর্থের কিয়দংশ আমাকে দান কর; আমার তখন স্মরণ হইল যে অত্যন্ত দৈন্য ও দুঃখ প্রযুক্ত হওয়াতে আমিও অধীশ্বরের দূত হইয়াছি অতএব আমি প্রার্থনা এবং আশীর্বাদ সঙ্গে লইয়া ত্বরায় রাজ ভবনে গমন করিলাম। অধীশ্বর আমার নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া চির বিরাজমান দিবাকর রশ্মিরূপে সুচেতার গৃহোপরি তাহা বর্ষণ করিলেন তাহা-তেই গৃহমধ্যে এই শুভ্র তেজঃপুঞ্জ হইয়াছে"।

তদনন্তর কিয়ৎ ক্ষণ সকলে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ইতো-মধ্যে সুচেতাঃ ক্রমশঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হওয়াতে বৃদ্ধ শনৈঃ২ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন "হে শুভংযু বণিক্, তুমি অর্থ সঞ্চারে উত্তম ব্যবসায় করিয়াছ, তুমি অনিত্য স্বর্ণ রূপ্যাদির বিনিময়ে বিধবার কৃতজ্ঞতা ও পিতৃ মাতৃ হীন শিশুর অনুরাগ এবং দরিদ্রের প্রার্থনা রূপ পরম পদার্থ লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তোমার প্রয়াণ হইতেছে এই সকল পরম পদার্থ তোমার সঙ্গে যাইবে। এই অমূল্য মুক্তাফল এবং সুমধুর বাদ্য ও শুভ্র আলোক রমণীয় নগরীর গোপুর পর্য্যন্ত তোমার সমভি-ব্যাহারে যাইবে যে স্থানে ইহা অপেক্ষা প্রচুরতর ঐশ্বর্য ও মধুর-তর বাদ্য এবং অনির্বচনীয় শুভ্র আলোক মণ্ডল তোমার নিমিত্ত প্রস্তুত আছে"।

বৃদ্ধ এই কথা কহিতে২ সুচেতার সম্মুখে অপর এক দর্পণ ধারণ করিলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিদ্রা বশতঃ নিমীলিত হইলেও মুখ উষাকান্তে ও আনন্দে প্রফুল্ল হইল। ঐ দর্পণ মধ্যে তিনি কি অপূর্ব ব্যাপার সন্দর্শন করিলেন তাহার বর্ণনা সাধ্যাতীত, কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে সেই দর্পণে পারত্রিকের আভাস ছিল এবং বৃদ্ধ তাহা ধারণ করিতে২ অন্তর্হিত হইলেন। পরে কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত নভোমণ্ডলে পক্ষ সঞ্চালনের ধ্বনির ন্যায় এক শব্দ হইল, এবং তদনন্তর সুচেতার গৃহ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে নগরে সূর্য্যোদয় হইলে রাত্রির অবসারি লোকে ক্লান্ত হওয়াতে পূর্ব্ব রীতিক্রমে কলরবে পূর্ণ হইল কিন্তু সুচেতার গৃহস্থ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছিল এবং সেই স্ত্রী বহির্দেশে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। পথিকদের মধ্যে অনেক লোক শূন্য গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল কিন্তু [illegible] গৃহ হইতে তাহা দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং পিতৃ মাতৃ হীন শিশুগণের সুমধুর গীতে কারুণ্য রস প্রকাশিত হইল। তাহারা আপনারদের [illegible] ক্রিয়ার অবসান হওয়াতে বিলাপ করিল কিন্তু সুচেতার অবস্থা স্মরণ করাতে তাহারদের দুঃখের পরিবর্ত্তে আনন্দের উদয় হইল কারণ তাহারা বিলক্ষণ জানিত যে তাঁহার সকল অর্থ রাজ ভবনে সঞ্চিত হইয়াছে এবং তিনি সেই আনন্দ নগরের স্থান পাইয়াছেন যেখানে নির্ব্বাসন বিধির প্রসঙ্গ মাত্র নাই।

SECOND EDITION--REVISED

BISHOP'S COLLEGE PRESS.

1856.